CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-291 ■ 21 July, 2026 ■ আগরতলা ২১ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ৪ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আত্মঘাতী রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই ।। আত্মঘাতী হলেন ত্রিপুরা পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি) অনুরাগ ধ্যানকর(আইপিএস)। তাঁর রহস্যজনক মৃত্যুতে গোটা রাজ্যজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। সোমবার দুপুরে আগরতলায় পুলিশ সদর দপ্তরে তাঁর সরকারি অফিসকক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত শৌচাগার থেকে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। দ্রুত তাঁকে আগরতলার গোবিন্দ বল্লভ (জিবি) পন্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনাকে ঘিরে প্রশাসনিক মহল, পুলিশ বিভাগ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুরে ডিজিপির সরকারি কার্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত শৌচাগারে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান কর্মীরা। খবর পেয়ে পুলিশ ও ঊর্ধতন আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এরপর তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জিবি হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. প্রদীপ ভৌমিক জানান, হাসপাতালে আনার সময় থেকেই অনুরাগ ধ্যানকরের শরীরে কোনও পালস, রক্তচাপ বা স্বাভাবিক শারীরিক প্রতিক্রিয়া ছিল না। চিকিৎসা প্রোটোকল মেনে সঙ্গে সঙ্গেই সিনিয়র চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে কার্ডিও-পালমোনারি রিসাসিটেশন (সিপিআর) এবং অন্যান্য জরুরি জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা শুরু হয়। প্রায় ৪৮ মিনিট ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চালানো হলেও কোনও সাড়া মেলেনি। শেষ পর্যন্ত দুপুর ১২টা ৪৮ মিনিটে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়, সঙ্গে সঙ্গেই সম্পন্ন হয় ময়নাতদন্ত। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে। বর্তমানে কোনও নির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি।

ঘটনার পরপরই ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল পুলিশ সদর দপ্তরে পৌঁছে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

অফিসকক্ষ এবং সংযুক্ত শৌচাগার থেকে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ফরেন্সিক বিভাগের অধিকর্তা সংবাদমাধ্যমকে জানান, ঘটনাস্থল থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে অনুরাগ ধ্যানকরের অফিস কক্ষের সাথে সংযুক্ত শৌচালয়ে একটি কাপড় ঝুলানো রয়েছে। রাজ্য পুলিশ মহা নির্দেশকের অফিস কক্ষ পর্যবেক্ষণের পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটা জানান রাজ্যের ফরেন্সিক অধিকর্তা।

তিনি আরও বলেন, এমন একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক এবং এর প্রভাব সমাজে নেতিবাচক বার্তা ফেলতে পারে। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করা সমীচীন হবে না।

ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিব পুলিশ সদর দপ্তরে পৌঁছে পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে গভীর শোক প্রকাশ করে জানান, ডিজিপিকে সরকারি কার্যালয়ের শৌচাগারে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। দ্রুত তাঁকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে প্রয়াত আধিকারিকের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন।

ডিজিপির প্রয়াণে ত্রিপুরা সরকার ২১ জুলাই, মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের ঘোষণা করেছে। এদিন রাজ্যের সব সরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে এবং কোনও সরকারি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে না।

ময়নাতদন্ত শেষ হওয়ার পর জাতীয় পতাকায় মোড়ানো অবস্থায় অনুরাগের মরদেহ জিবি হাসপাতাল থেকে তাঁর সরকারি বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাজ্য পুলিশের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শেষ শ্রদ্ধা জানান। প্রাথমিক কর্মসূচি অনুযায়ী, মঙ্গলবার তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হবে। এরপর মরদেহ দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হবে বলে খবর।

ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি জিএস রাও

ডিজিপির মৃত্যুর খবর পেয়ে দিল্লি থেকে আগরতলায় পৌঁছেছেন তাঁর বড় ভাই বিবেক ধ্যানকর। জিবি হাসপাতালে পৌঁছে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা। বর্তমানে সরকারি বাসভবনেই মরদেহ রাখা হয়েছে।

তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ব্যক্তিগত, পেশাগত, প্রশাসনিকসহ সম্ভাব্য সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ নিয়ে কোনও অনুমান না করার আবেদন জানানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে মনে হলেও, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং ফরেন্সিক তদন্তের ওপরই নির্ভর করবে।

১৯৯৪ ব্যাচের ত্রিপুরা ক্যাডারের আইপিএস অফিসার অনুরাগ ধ্যানকর ২০২৫ সালের মে মাসে ত্রিপুরার ডিজিপি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর আগে তিনি ডিজিপি (ইন্টেলিজেন্স) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। প্রায় তিন দশকের কর্মজীবনে তিনি ত্রিপুরা পুলিশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই), বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) এবং জাতিসংঘের কসোভো শান্তিরক্ষা মিশন-এ কাজ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

ডিজিপির মৃত্যুর পর প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে রাজ্য সরকার অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিচালক জি. এস. রাও-কে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ মহাপরিচালকের দায়িত্ব দিয়েছে। রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী, ১৯৯৯ ব্যাচের আইপিএস অফিসার জি. এস. রাও বর্তমানে ত্রিপুরা পুলিশের দ্বিতীয় সর্বাধিক সিনিয়র কর্মকর্তা এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনিই ডিজিপির দায়িত্ব পালন করবেন। ডিজিপি অনুরাগ ধ্যানকরের আকস্মিক মৃত্যু শুধু ত্রিপুরা পুলিশ নয়, গোটা প্রশাসনিক মহলকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে এখন সকলের নজর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের অগ্রগতির দিকে।

ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই ।। ত্রিপুরা পুলিশের মহাপরিদর্শক (ডিজিপি) অনুরাগ ধনকর (আইপিএস)-এর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা। সোমবার নিজের সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় তিনি এই ঘটনাকে অত্যন্ত মর্মান্তিক বলে উল্লেখ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ডিজিপি অনুরাগকে সোমবার তাঁর সরকারি কার্যালয়ের ওয়াশরুমে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে নিয়ে ত্রিপুরা পুলিশ সদর দপ্তরে পৌঁছান। সেখান থেকে দ্রুত তাঁকে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিচার বিভাগীয় নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি

ডিউটিরত অবস্থায় মৃত্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক ও উদ্বেগজনক মানিক সরকার ও জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই ।। ডিউটিরত অবস্থায় ত্রিপুরা পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি) অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে শোকের পাশাপাশি তীব্র রাজনৈতিক বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে হাসপাতালে ছুটে যান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এবং বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন এবং ঘটনার বিচার বিভাগীয় ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান।

এদিকে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ করেছেন, তিনি এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে জিবি পন্থ হাসপাতালে প্রয়াত ডিজিপির মরদেহের কাছে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে দেওয়া হয়নি। জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার তাদেরকে বাঁধা দান করেন।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, রাজ্যের পুলিশের সর্বোচ্চ পদে থাকা একজন আধিকারিকের ডিউটিরত অবস্থায় মৃত্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং উদ্বেগজনক। তাঁর দাবি, এই ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া জরুরি। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই তদন্ত কতটা নিরপেক্ষভাবে হবে, তা নিয়ে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এদিকে মরদেহের কাছে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ময়না তদন্তের আগে কিছু বলা যাবে না ঃ রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই ।। রাজ্য পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি) অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। ঘটনার খবর পেয়ে তাঁরা দ্রুত জিবি হাসপাতালে পৌঁছান এবং পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত এই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না। তদন্ত শেষ হওয়ার আগে কোনও ধরনের জল্পনা বা অনুমান করা উচিত নয়। তিনি জানান, বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং প্রশাসন আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, অনুরাগ ধনকর একজন দক্ষ ও দায়িত্বশীল পুলিশ আধিকারিক ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যু রাজ্যের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

মৃত্যুর পেছনে গভীর রহস্য হাইকোর্টের নজরদারিতে তদন্ত চাইলেন সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই ।। রাজ্য পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি) অনুরাগ ধনকরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। একইসঙ্গে তিনি এই ঘটনার নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

এক প্রতিক্রিয়ায় সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, রাজ্য পুলিশের মহাপরিচালকের অস্বাভাবিক মৃত্যু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমি এ বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করতে চাই না। তবে এই মৃত্যুর পেছনে গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে।

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, রাজ্য সরকার হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণের অধীনে এই মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনের উদ্যোগ নেবে এবং প্রকৃত সত্য জনসমক্ষে তুলে ধরবে।

বিধায়ক আরও বলেন, প্রয়াত ডিজিপি অনুরাগ ধ্যানকর একজন দক্ষ ও দায়িত্বশীল পুলিশ আধিকারিক ছিলেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে তিনি গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁর আত্মার সদগতি কামনা করার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি ও নিট প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ

চলো সংসদ কর্মসূচি ঘিরে উত্তাল দিল্লি

বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি, লাঠিচার্জ

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (আইএএনএস)।। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে এবং কথিত নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে সোমবার দিল্লির জন্তর মন্তরে বিক্ষোভকারীদের 'চলো সংসদ' কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। সংসদের দিকে মিছিল এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে একাধিক স্তরের ব্যারিকেড বসানো হয় এবং বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল থেকেই জন্তর মন্তরে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-যুব এবং আন্দোলনকারীরা জড়ো হতে শুরু করেন। তাঁদের অনেকেই জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে ব্যারিকেড অতিক্রম করার চেষ্টা করেন। পুলিশ বারবার তাঁদের আটকে দেয় এবং নিরাপত্তা বলয় ভাঙতে না দেওয়ার চেষ্টা করে। ঘটনাস্থলের দৃশ্যে দেখা যায়, বিক্ষোভকারীরা সংসদের দিকে এগোতে চাইলে পুলিশ তাঁদের পিছিয়ে দেয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণকারী বিশেষ গাড়িও মোতায়েন করা হয়। সংসদ অভিমুখে মিছিলের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে গোটা নিউ দিল্লি জেলাজুড়ে নিরাপত্তা জোরদার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আজ রাজ্যে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই ।। রাজ্য পুলিশের প্রয়াত মহানির্দেশক অনুরাগের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজ্য সরকার আগামীকাল সমগ্র রাজ্যে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সারা রাজ্যে যে সব সরকারি ভবনে নিয়মিতভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় সেখানে আগামীকাল জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে। এছাড়াও এদিন কোনও ধরনের সরকারি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান করা হবে না। রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

রাজ্য মন্ত্রিসভার শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই ।। রাজ্যের পুলিশ মহানির্দেশক (ডিজিপি) অনুরাগ ধনকর (আইপিএস)-এর আজ আগরতলায় অকাল প্রয়াণে ত্রিপুরা রাজ্য মন্ত্রিসভা গভীর শোক প্রকাশ করেছে। প্রয়াত পুলিশ মহানির্দেশকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

মন্ত্রিসভা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুরাগ ধ্যানকরের দীর্ঘ, গৌরবময় ও কর্মময় জনসেবামূলক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। তিনি ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস (আইপিএস)-এর ১৯৯৪ ব্যাচের ত্রিপুরা ক্যাডারের আধিকারিক ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নাড্ডার সঙ্গে বৈঠকে তিন দফা দাবি জানাল সিজেপি

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (আইএএনএস)।। 'সংসদ চলো' আন্দোলনের আবহে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র দুই প্রতিনিধি সোমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে.পি. নাড্ডার বাসভবনে গিয়ে তিন দফা দাবি-সংবলিত স্মারকলিপি জমা দেন। বৈঠকে সিজেপি-র মুখপাত্র সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রানকা তাঁদের দাবিগুলি তুলে ধরেন। অন্যদিকে, জে.পি. নাড্ডা আন্দোলনকারীদের ধর্না প্রত্যাহার করে সংসদ চত্বর সংলগ্ন উচ্চ-নিরাপত্তা এলাকায় স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতার আবেদন জানান।

সিজেপি-র তিনটি প্রধান দাবি হল সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে তাঁর চলাফেরায় কোনও বিধিনিষেধ না রাখা, এনইইটি-২০২৬ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের জেরে আত্মহত্যা করা সমস্ত এনইইটি পরীক্ষার্থীর পরিবারকে ১ কোটি ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সংসদে বর্ষাকালীন অধিবেশনের আগে

দেশের যুব সমাজের সম্ভাবনা ও আকাঙ্খা মহাকাশের মতোই সীমাহীন ঃ প্রধানমন্ত্রী

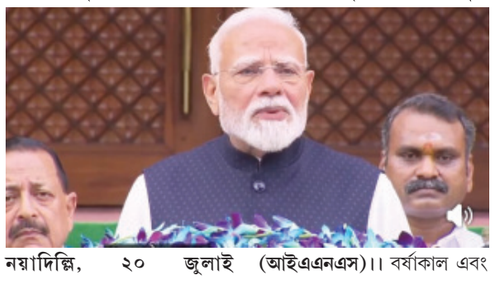

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (আইএএনএস)।। বর্ষাকাল এবং সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন উভয়ই দেশের কল্যাণে ফলপ্রসূ হোক বলে আশা প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরুর আগে সাংবাদিকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশের যুবসমাজের সম্ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 21-07-2026, 00:50

জাগরণ আগরতলা ২১ জুলাই, ২০২৬ ইং
৪ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

“অনশন ভাঙিব না’

জেপি নাড্ডার সাথে বৈঠকের পরেও অনশন ভাঙিতে অস্বীকার করিয়াছেন সোনম ওয়াংচুক এবং তিনি ৩টি নতুন শর্ত উপস্থাপন করিয়াছেন।ককরোচ জনতা পার্টি-র একটি প্রতিনিধি দল বিজেপি সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার সাথে বৈঠক করিবার পর, সোনম ওয়াংচুক তাঁহার অনশন জারি রাখিবার সিদ্ধান্ত নেন। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে দেওয়া প্রধান ৩টি শর্ত হইলো, সোনম ওয়াংচুকের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি। আন্দোলনস্থল থেকে তাঁহাকে সরাইয়া হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁহার চলাচলের ওপর সমস্ত নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া নেওয়া। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ। অনিয়ম ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় নিয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর অপসারণের দাবি। ১ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ। পরীক্ষায় অনিয়ম ও মানসিক চাপের কারণে আত্মঘাতী হওয়া পরীক্ষার্থীদের পরিবারকে ১ কোটি টাকা করিয়া আর্থিক সহায়তার দাবি।

দিল্লির যন্তরমন্তর থেকে তুলিয়া সোনমকে শনিবার সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করিয়াছে দিল্লি পুলিশ। এখনও তাঁহার অনশন ভাঙানো যায়নি। তাঁহার স্ত্রী গীতাঞ্জলী দাবি করিয়াছেন, হাসপাতালে চিকিৎসকরা তাঁহাকে খাদ্যগ্রহণের জন্য চাপ দিলেও সোনম এখনও তরল খাবারও গ্রহণ করেননি।

দাবি মতো সোমবার ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করিয়াছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জে পি নাড্ডা। কিন্তু তাহারপরও অনড় পরিবেশকর্মী তথা শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক। তিনি সাফ জানাইয়া দিলেন, তিনি এখন অনশন ভাঙিতছেন না। শুধু তাই নয়, অনশন ভাঙিবার নয়া শর্তও দিয়াছেন তিনি।সোমবার হাসপাতাল থেকেই স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমোর মাধ্যমে তিনি বার্তা দিয়াছেন। সেখানে ‘ককরোচ’দের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের কথা জানাইয়াছেন। হাতে লেখা একটি চিঠিতে সোনম লেখেন, ‘আমি আমার অনশন চালাইয়া যাইব। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত তরুণদের উপর যে নির্মম আচরণ করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়াছি। যতক্ষণ না পর্যন্ত তরুণ নেতারা সংসদ ভবনে গিয়া সাংসদদের সঙ্গে দেখা করিবার অনুমতি পাইবেন বা তাঁহারা আমার সঙ্গে দেখা করিবার সুযোগ পাইবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার অনশন চলিবে।’ সোনমের কথায়, “আশা করি, তার আগেই সরকার শিক্ষামন্ত্রীর জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করিবে। উসকানি সত্ত্বেও তরুণরা যেভাবে শান্তি বজায় রাখিয়াছে, তাহাতে আমি অভিভূত। ওদের সমস্যার যাহাতে দ্রুত সমাধান করা হয়।” উল্লেখ্য, দিল্লির যন্তরমন্তর থেকে তুলিয়া সোনমকে শনিবার সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করিয়াছে দিল্লি পুলিশ। এখনও তাঁহার অনশন ভাঙানো যায়নি। তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলী দাবি করিয়াছেন, হাসপাতালে চিকিৎসকরা তাঁহাকে খাদ্যগ্রহণের জন্য চাপ দিলেও সোনম এখনও তরল খাবারও গ্রহণ করেননি। সোমবার থেকে শুরু হইয়াছে সংসদের বাদল অধিবেশন। শোনা গিয়াছিল, এদিন তিনি অনশন প্রত্যাহার করিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইল না। অনশন চলিবে বলিয়াই জানাইয়াছেন সোনম।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠকের পরও আন্দোলন বা অনশন প্রত্যাহার না করিবার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সম্ভাব্য রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও কৌশলগত পরিণতি দেখা যাইতে পারে। সরকারের তরফ থেকে আলোচনার পথ উন্মুক্ত করিবার পর আন্দোলন প্রত্যাহার না করিলে প্রশাসন বিষয়টিকে আইন-শৃঙ্খলার চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখিতে পারে। ফলে ধরনভেদে বিক্ষোভ প্রদর্শন বা রাস্তা অবরোধের ওপর নিষেধাজ্ঞা, আটক/গ্রেপ্তার বা আইনি ব্যবস্থা জোরদার হইতে পারে।শীর্ষ নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে বৈঠকের প্রস্তাব ও আশ্বাস দেওয়ার পরও সমঝোতায় না আসিলে ভবিষ্যতে সরকারের সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনার পথ সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া যাতে পারে। সাধারণ মানুষের মনে বা নিরপেক্ষ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মাঝে এই ধারণা তৈরি হইতে পারে যে আন্দোলনকারীরা নমনীয় হইতে নারাজ, যাহা ক্ষেত্রবিশেষে আন্দোলনের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি কমাইয়ায়ে দিতে পারে। আন্দোলনের নেতৃত্ব বা দলগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মতভেদ সৃষ্টি হইতে পারে। কিছু অংশ রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান চাইতে পারে, অন্য অংশ দাবিতে অনড় থাকিবার পক্ষে অবস্থান নিলে সংগঠনের ভিতরে ফাটল ধরিবার ঝুঁকি থাকে। আন্দোলনের কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে, মূল দাবিগুলো নিশ্চিতভাবে পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালাইয়ায়ে গেলে সরকারের ওপর রাজনৈতিক চাপ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং আন্দোলন নিজেদের দাবি আদায়ের শক্ত অবস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে।

কারবুকে টিআরএলএম-এর উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কারবুক, ২০ জুলাই: গ্রামীণ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারবুক আরডি ব্লকের অন্তর্গত টিআরএলএম -এর ইছাছড়ি ভিলেজ কমিটিতে তিন দিনব্যাপী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজি)-এর সদস্যদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উদ্যোগ বিকাশ, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাজারের সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ এবং টেকসই জীবিকা নির্বাহের কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ চলাকালীন অংশগ্রহণকারীদের স্থানীয় সম্পদ ও বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে আয়-বর্ধক কার্যক্রম নির্বাচন, ক্ষুদ্র উদ্যোগ শুরু ও পরিচালনার কৌশল এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করা হয়। পাশাপাশি সফল উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

টিআরএলএম কর্তৃপক্ষের মতে, এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রামীণ এলাকায় স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের অর্থনৈতিকভাবে আরও স্বাবলম্বী করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত, টিআরএলএম-এর এই উদ্যোগ গ্রামীণ উদ্যোক্তা বিকাশে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের টেকসই জীবিকা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

লেফুঙ্গা ব্লকে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই: মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে আজ লেফুঙ্গা ব্লকের অন্তর্গত রাজঘাট আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির (হেলথ সাব-সেন্টার)-এ এক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

শিবিরে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মোট ৬২ জনের বিভিন্ন ধরনের ক্যানসার স্ক্রিনিং করা হয়। এছাড়াও শিশু বিভাগে ৪ জন, মেডিসিন বিভাগে ৪২ জন, ৭ জন হোমিওপ্যাথি বিভাগের রোগী এবং নাক, কান ও গলা বিভাগে ৯ জনের চিকিৎসা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করা হয়।

একইসঙ্গে শিবিরে ৪২ জনের যক্ষ্মা স্ক্রিনিং, ২১ জনের হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা, ২৪ জনের এক্স-রে, ২১ জনের হেপাটাইটিস বি ও সি পরীক্ষা এবং ১০ জনের আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়।

মাইলস্টোনে বিধ্বস্ত বিমানের পাইলটের ‘প্রশিক্ষণের ঘাটতি’ ও ‘তত্ত্বাবধানের অভাব’

মুকিমুল আহসান

গত বছরের ২১শে জুলাই ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল ও কলেজে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যুদ্ধ বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় এর পাইলটের উড্ডয়ন প্রশিক্ষণের ঘাটতি ছিল বলে তদন্ত কমিশনের জমা দেওয়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে বিমানটির পাইলটের গ্রাউন্ড সুপারভাইজার বা অফিসার কমান্ডিং এর যথাযথ ও পর্যাপ্ত তত্ত্বাবধানের অভাব ছিল বলেও তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

বিমান বাহিনীর এই প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় ওই স্কুলের শুধু শিক্ষার্থীদের মধ্যেই মৃত্যু হয় ২৮ শিশুর। এর সঙ্গে যুদ্ধবিমানটির পাইলট, স্কুলটির শিক্ষক-কর্মচারী ও অভিভাবকের মৃত্যু যোগ করলে মোট প্রাণহানির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬ জনে। ভয়াবহ এই বিমান দুর্ঘটনার পর পরই তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকার সাবেক সচিব এ কে এম জাফর উল্লা খানকে প্রধান করে নয় সদস্যের একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে। তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে তদন্ত শেষে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে ওই তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয় কমিশন। সেই তদন্ত কমিশনের পুরো প্রতিবেদনটি বিবিসি বাংলার হাতে এসেছে, যেখানে বিধ্বস্ত বিমানটি উড্ডয়নের আগে এবং সাত মিনিটের উড্ডয়নকালে কী হয়েছিল তার বর্ণনাও উঠে এসেছে।

তখন আরও কয়েকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সরকারের গঠিত তদন্ত কমিশন অন্যান্য তদন্ত কমিটিগুলো যেমন বিমান বাহিনী, ফায়ার সার্ভিস, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা রাজউকের তদন্ত প্রতিবেদনগুলোও পর্যালোচনা করেছে। এসব তদন্ত প্রতিবেদন সরকারের কমিশন তাদের প্রতিবেদনেও যুক্ত করেছে।

শিশুসহ এত প্রাণহানির ঘটনার পর গঠিত তদন্ত কমিশনের সেই প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি অন্তর্বর্তী সরকার। অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন পাওয়ার পর সেটি নিয়ে তৎকালীন উপদেষ্টা পরিষদে আলোচনা করা হয়েছিল। কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে কয়েকটি মন্ত্রণালয়কে দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল।

তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভবনটিতে একটি মাত্র বের হওয়ার পথ বা সিঁড়ি ছিল। বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে ঠিক সেই সিঁড়ির সামনেই। যে কারণে প্রাণহানি বা হতাহত বেশি হয়েছে। সেই সাথে বিমানবন্দর এলাকায় উচ্চতার সীমা লঙ্ঘনকারী অসংখ্য স্থাপনা থাকার বিষয়গুলোও উঠে এসেছে কমিশনের প্রতিবেদনে। এক বছর আগে বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ওই ঘটনার দিনে রাত থেকে নিহতদের মৃতদেহ গুম করার কিছু অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল। তবে তদন্ত প্রতিবেদনে কমিশন বলেছে, তারা সব পরিবারগুলোর সাথে কথা বলে এর কোনো সত্যতা পায়নি।

তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে আহত-নিহতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণে সুনির্দিষ্ট প্যাকেজের সুপারিশ করা হলেও এক বছরেও তা বাস্তবায়ন হয়নি, এ নিয়ে ক্ষোভ ও হতাশার কথা জানিয়েছে নিহত-আহতদের পরিবারগুলো।

যেভাবে ঘটেছিল দুর্ঘটনাটি দীর্ঘ তদন্ত শেষে গত বছরই তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয় কমিশন। প্রকৃত ঘটনা জানতে ওই কমিশন বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলসহ অন্যান্য রেকর্ডিং ও কারিগরি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে। একই সাথে ওই ঘটনায় নিহত পাইলটের অফিসার কমান্ডিং ও মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারের বক্তব্যও নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে আলোচনা, তথ্য যাচাই বাছাই ও বিমান বাহিনীর অভ্যন্তরীণ তদন্ত প্রতিবেদন ও নিজেদের পাওয়া তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করে কমিশন।

ঘটনা সম্পর্কে তাদের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তৌকির ইসলাম এফটি-৭ বিজিআই বিমানটি নিয়ে ওইদিন অর্থাৎ গত বছরের ২১শে জুলাই আনুমানিক দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ফ্লাইট পরিচালনার জন্য বের হন। যেটি ছিল তার প্রথম একক ফ্লাইট পরিচালনা।

এফটি-৭ বিজিআই হলো চীনে তৈরি আকাশ প্রতিরক্ষায় ব্যবহৃত এক আসন বিশিষ্ট একটি যুদ্ধ বিমান। আকাশে প্রতিপক্ষের যুদ্ধ বিমানকে প্রতিহত করতে এই বিমানটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দুর্ঘটনার সময়ের এয়ার ট্রাফিক কান্ট্রোলের বা এটিসির সাথে কথোপকথনও তুলে ধরা হয়েছে তদন্ত প্রতিবেদনে।

সেই কথোপকথন পর্যালোচনা করে তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, দুর্ঘটনা কবলিত বিমানটি বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টা ৪৩ মিনিট ২৪ সেকেন্ডে এটিসির সাথে প্রথম যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তৌকির ইসলাম দুপুর ১টা ৪ মিনিট ১৬ সেকেন্ডে রানওয়ে-১৪ তে লাইন-আপ করে ১৫০০ ফিট উচ্চতায় উঠে যান বা উড্ডয়ন করেন সার্কিট ফ্লায়িং অনুশীলনের জন্য।

প্রথম সার্কিট শেষ করার পর অফিসার কমান্ডিং পাইলটকে দ্বিতীয় সার্কিট শুরু করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ওই নির্দেশনা কপি করেন পাইলট মি. ইসলাম। দুপুর ১টা ১১ মিনিট ৫৭ সেকেন্ডে অফিসার কমান্ডিং পাইলটকে বেজ টার্ন করার নির্দেশ প্রদান করেন।

বিমান বাহিনীতে সাধারণত এই ধরনের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ছোট ইউনিটের নেতৃত্বে যিনি থাকেন, তাকে অফিসার কমান্ডিং বলা হয়। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মি. ইসলাম তা কপি করে দুপুর ১টা ১১ মিনিট ৫৯ সেকেন্ডে রজার টার্নিং লেফট প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। এটিসির কথোপকথন অনুযায়ী, এটিই ছিল পাইলটের সাথে শেষ কথোপকথন। বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার সেই সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রতিবেদন বলা হয়েছে, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে বিমানটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে দুপুর ১টা ১৩ মিনিট ১১ সেকেন্ডে। ঠিক সে সময় থেকে শুরু করে মোট পাঁচ বার বিমানটির পজিশন জানতে চাওয়া হলেও পাইলটের কোন প্রত্যুত্তর আসেনি। দুপুর ১টা ১৪ মিনিট ৩৮ সেকেন্ডে মোবাইল টাওয়ার অর্থাৎ অফিসার কমান্ডিং কর্তৃক জানানো হয় যে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে।

ছয় সেকেন্ডের মাথায় দুপুর ১টা ১৪ মিনিট ৪৪ সেকেন্ডে বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার বিষয়টি পুনরায় নিশ্চিত করা হয়। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমোডর ইশফাক ইলাহী চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, ‘পাইলট প্রথম সলো ফ্লাইট হিসেবে যখন টেক অফ করে যাবে, সে জন্য রুটটি মার্ক করা বা সুনির্দিষ্ট করা আছে- যেমন এত ফুট গিয়ে এই জায়গার ওপর দিয়ে সাভারের ওপর গিয়ে লেফট টার্ন করতে হবে, এরপর মিরপুরের এদিক এসে আফতাবনগরের দিক দিয়ে এসে ল্যান্ড করতে হবে। এটাই অনুসরণ করবে পাইলট’।

বিমানটি বিধ্বস্ত হয় কয়েক সেকেন্ডেই— কোনো কারিগরি ত্রুটি না থাকার পরও ঠিক কী কারণে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এই যুদ্ধবিমানটি হঠাৎই বিধ্বস্ত হলো সে ব্যাপারে বাহিনীটিও তদন্ত করেছে। বিমানটির ফ্লাইট ডাটা রেকর্ডার বা এফডিআরের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়, “বিমান চলাকালে ইঞ্জিনের অবস্থা, হাইড্রলিক সিস্টেম ও কন্টোল সিস্টেম থেকে কোনো ওয়ার্নিং সিগন্যাল পাওয়া যায়নি। কিন্তু বিমানটি বেইজ থেকে ফাইনাল এ বাঁক নেওয়ার সময় মাত্র চার সেকেন্ডের ব্যবধানে ব্যাংক অ্যাঙ্গেল ৫৯ ডিগ্রি থেকে ৬৫.৩ ডিগ্রিতে বৃদ্ধি পায়”। তদন্ত প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী, “তখন পাইলট কন্ট্রোল স্টিকে জোরালো টান দেওয়ার ফলে বিমানটির অ্যাঙ্গেল অব অ্যাটাক মাত্র এক সেকেন্ডের ব্যবধানে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩ দশমিক ২০ থেকে ২৭ দশমিক ৩০ ডিগ্রিতে পৌঁছে যায়। যা বিমানটির ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল অব অ্যাটাক ২৪ ডিগ্রির বেশি”।

প্রতিবেদনে এ-ও বলা হয়, “ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল অব অ্যাটাক অতিক্রান্ত হওয়ায় বিমানটি স্টলড কন্ডিশনে চলে যায়। পরে পাইলট চেষ্টা করেও ব্যাংক অ্যাঙ্গেল কমিয়ে বিমানটিকে আর নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। ফলে ক্রমাগত উচ্চতা হারিয়ে বিধ্বস্ত হয় বিমানটি”। বিমান বাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা ইশফাক ইলাহী চৌধুরী বলেন, ‘একটা বিমান যত উপরে থাকবে, তত নিরাপদে থাকবে। এখানে উচ্চতা এত কম ছিল, দুর্ঘটনাও খুব অল্প সময়ে ঘটেছে। এর মধ্যে তাকে যদি ডিসাইড করতে হয় যে, আমি “ইজেক্ট” করবো, তাহলে ইটস এ ফ্র্যাকশন অব সেকেন্ড, এ মোমেন্ট’।

এই ঘটনায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অভ্যন্তরীণ তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরার ভিডিও থেকে বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার পূর্বে বিমানের উইন্ড-শিল্ডে একটি কালো দাগ দেখা যায়’। এই কালো দাগ পাখি বা উড্ডীয়মান কোন বস্তুর আঘাতে হতে পারে বলেও উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনে।

মি. চৌধুরী বলেন, ‘এখানে লেফট টার্ন করতে যাচ্ছিল ল্যান্ডিং করতে। এই জায়গাটায় খুব সম্ভবত সে ইলেক্ট্রিক্যাল কিছু একটা বা বার্ড হিট হয়েছিল। তারপরই সে নিয়ন্ত্রণ হারায়। হয়তো সে আনকনসাস হয়ে গেছে, সে তো ইয়ং পাইলট ছিল। আমি জানি না, বার্ড হিট হয়েছে কী-না’।

বিমান বাহিনীর প্রতিবেদনেও বলা হয়, ‘পাখি বা উড্ডীয়মান কোনো বস্তুর এই আঘাত পরিহার করতেই হয়ত পাইলট তৎক্ষণাৎ কন্ট্রোল স্টিক টেনে বিমানের গতিপথ পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন। যার ফলে হঠাৎ ব্যাংকিং কোণের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে।’ ‘এর পরই বিমানটিকে ক্রমাগত বাম কাত হয়ে নিচের দিকে পড়তে দেখে অফিসার কমান্ডিং পাইলটের উদ্দেশ্যে তিন বার “ইজেক্ট” কমান্ড প্রদান করেছিলেন’ বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

এটিসি রেকর্ড পর্যালোচনা করে তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, দুপুর ১টা ১২ মিনিট ৪৮ সেকেন্ডে শুধুমাত্র একটি “ইজেক্ট” কমান্ড পাওয়া গেছে। সেই এটিসি রেকর্ডের কপিও যুক্ত রয়েছে তদন্ত প্রতিবেদনের সাথে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুপুর ১টা ১৪ মিনিট ৩৮ সেকেন্ডে মোবাইল টাওয়ার অর্থাৎ অফিসার কমান্ডিং কর্তৃক জানানো হয় যে, ওই বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে। মাত্র ছয় সেকেন্ডের মাথায় দুপুর ১টা ১৪ মিনিট ৪৪ সেকেন্ডে বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার বিষয়টি পুনরায় নিশ্চিত করা হয়।

বিমান বিধ্বস্তের পেছনে দায় কার? বিমানটি মাইলস্টোন স্কুল এ্যান্ড কলেজের দিয়াবাড়ি ক্যাম্পাসে বিধ্বস্ত হওয়ার পর ওইদিনই তা উদ্ধার করে কুর্মিটোলা একে খন্দকার বিমান ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। বিমানের ফ্লাইট ডাটা রেকর্ডার বা এফডিআর উদ্ধার করে তথ্য চীনে বিমান প্রস্তুতকারক কোম্পানির কাছে পাঠানো হয়।

এই ঘটনায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অভ্যন্তরীণ তদন্ত বোর্ডের প্রতিবেদনও গত বছরের ১১ই অক্টোবর তদন্ত কমিশনের কাছে দাখিল করা হয়। দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত এফটি-৭ বিজিআই বিমানটির রক্ষণাবেক্ষণের ইতিহাস পর্যালোচনা করে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, বিমানটির কারিগরি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী করা হয়েছিল। এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিমানটি যেদিন বিধ্বস্ত হয়, ওইদিন উড্ডয়নের জন্য বিমানটি প্রস্তুত কি-না, তা দেখতে সকালেও একবার উড্ডয়নের পর আবার নিরাপদে অবতরণও করা হয়েছিল। পরে দুপুর সাড়ে ১২টায় উড্ডয়নের জন্য উপযুক্ত ঘোষণা করা হয়। বিমান বাহিনীর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তৌকির ইসলাম উড্ডয়নের জন্য শারীরিকভাবে সুস্থ ছিলেন এবং আবহাওয়াও উড্ডয়নের অনুকূলে ছিল। প্রশ্ন হলো, এই বিমানটি যদি উড্ডয়নের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকে, তাহলে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ কী? তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিহত পাইলটের অফিসার কমান্ডিং সকালে পাইলটকে প্রি-ফ্লাইট ব্রিফিং প্রদান করেন। বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ সিলেবাস অনুযায়ী এই ফার্স সলো ফ্লাইটের উড্ডয়নের মিশন প্রোফাইল ছিল- “ফ্লাই থ্রু লো গো”, “ফ্লাই থ্রু লো গো.. ফুল স্টপ”। সেই হিসেবে পাইলটের দ্বিতীয় সার্কিটে “লো-গো” আসার কথা ছিল।

তদন্ত কমিশন এসব তথ্যে কিছু গড়মিল বা অসামঞ্জস্য পেয়েছে বলেও জানানো হয় তাদের প্রতিবেদনে। এটিসির কথোপকথন ও বিমান বাহিনীর প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, “কমান্ডিং অফিসার মোবাইল ভ্যান থেকে পাইলটকে পুনরায় ইনিশিয়াল এ আসার নির্দেশনা প্রদান করেন, যা ফার্স সলো ফ্লাইট এর মিশন প্রোফাইলের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ”। এই বিষয়গুলো নিয়ে বিবিসি বাংলা আইএসপিআরের মাধ্যমে বিমান বাহিনীর কাছে লিখিতভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছে। যদিও এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত বিমান বাহিনীর কাছ থেকে উত্তর পাওয়া যায় নি। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অফিসার কমান্ডিং তদন্ত কমিশনের কাছে জানিয়েছেন যে, বিমানটি অবতরণের প্রাথমিক ধাপে পৌঁছানোর পরই উচ্চতা হারাতে শুরু করে। তখনই অফিসার কমান্ডিং তাকে “গেটিং লো” কল প্রদান করেন। কিন্তু তারপরও উচ্চতা ক্রমাগত কমতে দেখে পাইলটকে দুইবার রিকভার কল প্রদান করেন তিনি।

বিমান বাহিনীর অভ্যন্তরীণ রিপোর্টের বরাতে তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে বিমান দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হিসেবে পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তৌকির ইসলামের অনিয়মিত উড্ডয়ন প্রশিক্ষণকে উল্লেখ করা হয়েছে। যার ফলে বিমানটি নিয়ন্ত্রণে নিহত পাইলট মি. ইসলাম সঠিক ও কার্যকর প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেনি। বিমান বাহিনীর তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সরকার গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, “পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মি. ইসলামের প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতার ঘাটতি ছিল। ছিল কর্মদক্ষতার অভাব। যে কারণে এমন পরিস্থিতিতে অসচেতনতার কারণে বিমানটিকে আর স্বাভাবিক অবস্থায় বা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি পাইলট”। এছাড়াও বলা হয়েছে, “গ্রাউন্ড সুপারভাইজার বা অফিসার কমান্ডিংয়ের পর্যাপ্ত সুপারভিশনের অভাবে পাইলট উড্ডয়নের সময় যথাযথ উড্ডয়ন প্যারামিটারসমূহ বজায় রাখতে পারেনি। ফলে সংকটাপন্ন অবস্থায় পাইলটের যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার অভাবে বিমানটি হঠাৎ স্টলড কন্ডিশনে চলে যায়। যেখান থেকে পাইলট পুনরায় চেষ্টা করেও বিমানটির স্বাভাবিক অবস্থা থেকে পুনরুদ্ধার করতে পারেননি”। একই সাথে পরিবেশগত নিয়ামক হিসেবে পাখি বা অন্য কোন উড্ডীয়মান বস্তু কর্তৃক বিমানের উইন্ড-শিল্ডে আঘাতও এই ঘটনায় পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকতে পারে বলেও বলা হয়েছে তদন্ত প্রতিবেদনে।

এত হতাহতের কারণ কী? প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, যুদ্ধবিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিস্ফোরণ ঘটে। সে সময় প্রায় ১৫ থেকে ২০ মিটার পর্যন্ত আগুনের শিখা তৈরি হয়। বিস্ফোরণের পরে আগুনের শিখার আকার কমে এলেও তীব্রতা যথেষ্ট বেশি ছিল। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে দেড় ঘণ্টা পর। জেট ফুয়েল বা পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরি আগুনের কারণে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে ফোম সলিউশন ব্যবহার করা হয়েছিল। বিমানটি মাত্র সাত মিনিটি আকাশে উড়েছিল। অফিসার কমান্ডিং এর লিখিত বক্তব্যের বরাত দিয়ে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, আনুমানিক সাত মিনিট উড্ডয়ন শেষে বিধ্বস্তের সময় ফুয়েল ট্যাংকে আনুমানিক দুই হাজার ১৫০ লিটার জ্বালানি ছিল। এসময় বিমানটির গতি ছিল ছয়শো থেকে সাড়ে ছয়শো কিলোমিটার।

বিধ্বস্ত হওয়ার সাথে সাথে বিমানটির ফুয়েল ট্যাংকটি পুরোপুরি চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যায় এবং তীব্র গতিতে জেট ফুয়েল বাষ্পীভূত হতে থাকে, সেখানেই আগুনের শিখা তৈরি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউ কেউ জানিয়েছেন, প্রথমবার বিস্ফোরণের পরপরই দ্বিতীয়বার আরেকটি বিস্ফোরণ হয়। আগুনের ব্যাপ্তি নিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিমানটি ওই স্কুলের হায়দার আলী ভবনের সিঁড়ির ঠিক বাম পাশে বিধ্বস্ত হয় এবং আগুনের শিখার ব্যাপ্তি বাম পাশেই বেশি ছিল। ঘটনার পর ভবনটিতে আটকা পড়াদের উদ্ধারকাজে সেনাবাহিনী, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের একাধিক ইউনিট ও দিয়াবাড়ির মেট্রোরেলের ফায়ার ফাইটিং ইউনিট এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকরা অংশ নেয়। দুর্ঘটনা পরবর্তী হতাহতের উদ্ধার সংক্রান্ত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায় যে, ‘মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ক্ষতিগ্রস্ত হায়দার আলী ভবনটিতে একটি মাত্র সিঁড়ি ছিল। তাদের মতে, ভবনটির অকুপেন্ট লোড ও আয়তন অনুযায়ী ৩টি সিঁড়ি প্রয়োজন ছিল। অকুপেন্ট লোড ও আয়তন অনুযায়ী ভবনটিতে যথাযথ জরুরী বহির্গমন সিঁড়ি থাকলে প্রাণহানির সংখ্যা অনেকাংশে কম হতো’।

এমনকি মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ওই ক্যাম্পাসে অর্ধেকের বেশি ভবন অনুমোদনহীন ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে তদন্ত প্রতিবেদনে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ। তবে অনুমোদনের নথিপত্র আগুনে পুড়ে গেছে বলে দাবি করছেন তারা। তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে স্কুলটির বিভিন্ন ভবন নির্মাণে অনুমোদন না থাকার যে বিষয় এসেছে, তা নিয়ে ওই কমিশনের সদস্য ও নগর পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, বিমানবন্দরের আশেপাশে ফ্লাইং জোনে এই ধরনের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের কথা থাকলেও সেটি কেন করা হলো না, এটিও একটি বড় প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে তদন্ত কমিশনের কাছে। এ নিয়ে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা রাজউকের চেয়ারম্যান মো. রিয়াজুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, ‘মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অনুমোদিত ও অনুমোদনহীন ভবনসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে পত্র দেওয়া হয়েছে, যা পালনে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ’।

জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন বিবিসি বাংলাকে জানান, ওই দুর্ঘটনার পরে মোট ৫৭ জন রোগী বার্ন ইন্সটিটিউটে ভর্তি করা হয়। যাদের মধ্যে ১১ জনের ৮৫ শতাংশ আগুনে পোড়া ছিল। তিনি বলেন, ‘যারা আহত অবস্থায় আসছে, তারা ইনহেলেশন বার্ন এবং ফ্লেম বার্নে আক্রান্ত ছিল। স্কুলের ভেতর আবদ্ধ থাকায় ইনহেলেশন ইনজুরি ছিল। যেটি ছিল এই দুর্ঘটনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যকের মৃত্যুর বড় একটা কারণ’। কোনো ক্ষতিপূরণ পায়নি হতাহতরা মাইলস্টোন বিমান দুর্ঘটনায় আহতদের একজন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র নাভিদ নাওয়াজ দীপ্ত। দুর্ঘটনায় দীপ্তের শরীরের ৫২ শতাংশ পুড়ে যায় তার। আহত হওয়ার পর ঢাকার জাতীয় বার্ন ইন্সটিটিউটে ভর্তি ছিলেন ৯৭ দিন। তিন মাসের বেশি সময় পর হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরলেও প্রতি মাসে কয়েকবার করে চিকিৎসার জন্য যেতে হয় বার্ন ইন্সটিটিউটে। দীপ্তর বাবা মিজানুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, ‘এই দুর্ঘটনা আমাদের জীবনের বাঁক বদলে দিয়েছে’। মি. রহমান জানান, ওই দুর্ঘটনার পর স্কুল পরিবর্তন করতে হয়েছে দীপ্ত আর তার ছোট বোন দিয়ার। আগুনে পোড়ার কারণে চলাফেরা বন্ধ। স্কুলে যেতে হয়, স্কুলে যাওয়া আসার জন্য গাড়ি ও ড্রাইভারের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। চিকিৎসাসহ নানা কারণে তার পরিবারের খরচ দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনার পর সরকার গঠিত তদন্ত কমিশন ঘটনার কারণ নিরূপণ করাসহ বেশ কিছু সুপারিশ ও প্রস্তাবনা দিয়েছে সরকারের কাছে। তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে সুপারিশে বলা হয়, ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি মানবিক সংবেদনশীলতা এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে একটি ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ তৈরি করার জন্য স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে কমিশন থেকে অনুরোধ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট এই দুর্ঘটনায় নিহতদের জন্য এবং অগ্নিদগ্ধদের ক্ষয়ক্ষতি, ভবিষ্যত চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের কথা বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি ক্ষতিপূরণ মডেল তৈরি করে।

সে অনুযায়ী, নিহতদের ক্ষেত্রে ১৮ বছরের নিচে যে সব শিশু মারা গেছে, তাদের জন্য এক কোটি টাকা এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ৮০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সুপারিশ করেছে তদন্ত কমিশন। দুর্ঘটনায় নিহত তাসনিয়া হকের পিতা নাজমুল হক বিবিসি বাংলাকে বলেন, ‘সন্তানের মৃত্যুর পর এই ক্ষতিপূরণ চাওয়া এক ধরনের লজ্জার বিষয়। আমরা আশা করেছিলাম, সরকার ঘোষিত ক্ষতিপূরণ আমরা পাবো। এক বছর হলো। আমরা সংবাদ সম্মেলন করেছি, দাবি দাওয়া জানিয়েছি, সরকারের মন্ত্রীদের সাথে দেখা পর্যন্ত করেছি। কিন্তু কেউ আমাদের কথাগুলো পর্যন্ত শুনতেও চাইছে না’। মি. হক জানান, স্কুল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের পক্ষ থেকে আহতের জন্য মাত্র পাঁচ লাখ এবং নিহতদের জন্য ২০ লাখ টাকা গ্রহণ করতে পরিবারগুলোকে বলা হয়েছিল। তবে, পরিবারগুলো তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের উপদেষ্টা নুরুন্নবী বিবিসি বাংলাকে বলেন, ‘আমরা যখন তখনকার সরকারের কাছে গেলাম, তখন সরকার বললো আমরা জুলাই যোদ্ধা যারা মারা গেছে, তাদেরকে ৩০ লাখ টাকা করে দিয়েছি। আমি তাকে বললাম স্যার এমন কিছু সহায়তা দেওয়া উচিত যাতে পরিবার বাকি জীবন কাটাতে পারে’।

তিনি বলেন, ‘এমন অনেক আহত রয়েছে, যারা আর তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে না। এর মধ্যে আমাদের কয়েকজন শিক্ষকও রয়েছে’। অন্যদিকে, আহত ও অগ্নিদগ্ধদের জন্য যে ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে, সেখানে বলা হয়- শিশুদের ক্ষেত্রে গুরুতর ক্ষতিগ্রস্তদের ৬০ লাখ, মাঝামাঝি ক্ষতিগ্রস্তদের ৩০ লাখ, অল্প ক্ষতিগ্রস্তদের ১৫ লাখ টাকা করে প্রদান করা উচিত। একইভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী ও গুরুতর ক্ষতিগ্রস্তদের ৪০ লাখ, মাঝামাঝি ক্ষতিগ্রস্ত ২০ লাখ, স্বল্প ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষেত্রে ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তদন্ত কমিশনের সুপারিশে। এছাড়াও ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় চিকিৎসার জন্য ১৫ লাখ, নয় লাখ ও এক লাখ টাকা করে অর্থ ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি বরাবর দিতে বলা হয়েছে। তাদের বাজেটে এই বিষয়টি যুক্ত করতেও বলা হয়েছে। তবে, বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের সময় বার্ন ইউনিট এই বাজেট পেলেও ঢাকার জাতীয় বার্ন ইন্সটিটিউট জানিয়েছে, এবার নতুন যে বাজেট তৈরি করা হয়েছে, সেখানে মাইলস্টোন দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসায় নতুন করে কোনো বাজেট এখনো পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। তদন্ত কমিশনের সদস্য ও নগর পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, ‘যারা হতাহত হয়েছে, কমিশনের পক্ষ থেকে তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য সুস্পষ্ট সুপারিশ ছিল। আমরা চাই রাষ্ট্র যেন সেই প্রতিবেদনটা খুলে দেখে’। তদন্ত কমিশন হতাহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে ব্যবস্থা নিতে সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছিল।

বর্তমান বিএনপি সরকারের অন্তত তিনজন মন্ত্রীর কাছে তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন ও তাদের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি কী, তা জানতে চাওয়া হয়েছিল বিবিসি বাংলার পক্ষ থেকে। তাদের কেউ এ নিয়ে কথা বলতে রাজী হননি।

বিবিসি বাংলা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে লিখিতভাবেও বিষয়টি জানতে চেয়েছে। তবে এ বিষয়ে কোন বক্তব্য দেয়নি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আজ এসএফআই-টিএসইউ-এর অবস্থান বিক্ষোভ। ছবি নিজস্ব

মোহনপুরে কর্মসূচি স্থগিত করতে বাধ্য সিপিআই(এম) বিজেপির বাইক বাহিনী ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ

মোহনপুর, ২০ জুলাই: মোহনপুর মহকুমায় পূর্বনির্ধারিত গণডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করতে না পারার অভিযোগ তুলে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরব হল সিপিআই(এম)। ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে দলের নেতৃত্ব দাবি করেন, প্রশাসনের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় বাধ্য হয়ে কর্মসূচি স্থগিত করতে হয়েছে।

সিপিআই(এম) মোহনপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে মহকুমা শাসকের কাছে গণডেপুটেশন দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। দলের দাবি, এই কর্মসূচির জন্য মোহনপুরের এসডিপিও-এর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদনও নেওয়া হয়েছিল। ফটিকছড়া বাজারে জমায়েত হয়ে মিছিল করে মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কর্মসূচিতে বিরোধী দলনেতার উপস্থিত থাকার কথা ছিল বলেও জানানো হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিআই(এম) নেতা রতন দাস অভিযোগ করেন, কর্মসূচির আগেই বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি সমর্থিত লোকজন ও বাইক বাহিনী জমায়েত শুরু করে। তাঁর দাবি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ কার্যকর ভূমিকা নেয়নি। পুলিশের পক্ষ থেকে প্রায় তিন হাজার মানুষের জমায়েতের কথা জানানো হলেও, উত্তেজনা প্রশমনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

রতন দাস আরও অভিযোগ করেন, পুলিশের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও বিরোধী দলের কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখা পুলিশের দায়িত্ব, কিন্তু দুর্বৃত্তদের আটকাতে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে।

তিনি জানান, পরিস্থিতির কারণে এদিনের গণডেপুটেশন কর্মসূচি স্থগিত করা হয়। ঘটনায় সিপিআই(এম) কর্মী সুভাষ দেবনাথ আক্রান্ত হয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) নেতৃত্ব সুদীপ দেবনাথ, প্রণব দেববর্মা, নয়ন সরকার, সুদীপ সরকার সহ অন্যান্যরা। তাঁরা অভিযোগ করেন, গণতান্ত্রিক কর্মসূচি পালনের অধিকার রক্ষায় প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা প্রয়োজন।

লেফুঙ্গায় তিপ্রা এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের "গেট টুগেদার প্রোগ্রাম ২০২৬", একতার বার্তা নেতাদের

আগরতলা, ২০ জুলাই: তিপ্রা এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের উদ্যোগে সোমবার লেফুঙ্গাস্থিত শচীন্দ্র দেববর্মা মেমোরিয়াল কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হলো "গেট টুগেদার প্রোগ্রাম ২০২৬"। হেজামারা, লেফুঙ্গা ও মান্দাই ব্লক এলাকার তিপ্রা মথা দলের নেতা-কর্মী, সমর্থক এবং বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে জনজাতি সমাজের ঐক্য ও এডিসি এলাকার উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রুনিয়েল দেববর্মা, এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা-সহ তিপ্রা মথা দলের একাধিক নেতা ও জনপ্রতিনিধি। সভায় বক্তারা বলেন, জনজাতি জনগণের সার্বিক উন্নয়ন, সামাজিক ঐক্য এবং এডিসি এলাকার অগ্রগতিকে আরও শক্তিশালী করতে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। তাঁরা তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য দেববর্মা-র "থানসা" বা একতার দর্শন সামনে রেখে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

বক্তারা আরও বলেন, জনজাতি সমাজের অধিকার রক্ষা, উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যেই গেট টুগেদার কর্মসূচির মাধ্যমে নেতা-কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সমন্বয় আরও জোরদার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কর্মসূচি সম্পন্ন হয়।

নাগাল্যান্ডে ধস ও আকস্মিক বন্যায় মৃত বেড়ে ১০ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও

কোহিমা, ২০ জুলাই (আইএএনএস) : নাগাল্যান্ডের মন জেলায় টানা বৃষ্টির জেরে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১০-এ পৌঁছেছে। সোমবার দ্বিতীয় দিনের মতো নিখোঁজদের উদ্ধারে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা দফতরের সূত্রে জানা গেছে, এখনও পর্যন্ত পাঁচটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকা বাকি পাঁচজনের দেহ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। মৃতদের মধ্যে তিনজন নারী রয়েছেন।

সোমবার নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও ঊর্ধতন আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে মন জেলার ক্ষতিগ্রস্ত ডিফেন্স কলোনি এলাকা পরিদর্শন করেন। পরে তিনি সামাজিক মাধ্যম "এক্স"-এ জানান, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন, স্থানীয় নেতৃত্ব ও ত্রাণকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ পর্যালোচনা করেছেন। পাশাপাশি তিজিত ও তুলি এলাকার আকাশপথে সমীক্ষাও করেছেন। তিনি আশ্বাস দেন, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দ্রুত ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনাকে অত্যন্ত মর্মান্তিক ও অপ্রত্যাশিত বলে উল্লেখ করেন। নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে তিনি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, নাগরিক সমাজ, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ), জেলা এক্সিকিউটিভ ফোর্স (ডিইএফ), জেলা প্রশাসন এবং উদ্ধারকাজে যুক্ত সকলের দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করেন।রিও বলেন, বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো নাগাল্যান্ডেও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ভূমিধসপ্রবণ ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় নির্মাণকাজের ক্ষেত্রে বিল্ডিং আইন এবং নিরাপত্তা বিধি কঠোরভাবে মেনে চলার ওপর তিনি জোর দেন।

তাৎক্ষণিক ত্রাণ হিসেবে কোনিয়াক ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন নাগরিক সংগঠনগুলিকে জরুরি ব্যবহারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দেন, ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

কোনিয়াক বিধায়কদের পক্ষ থেকে উপদেষ্টা ডব্লিউ. চিংগাং কোনিয়াকও নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। কোনিয়াক ইউনিয়নের তদন্তকারী দল মুখ্যমন্ত্রীর সামনে একটি ভিডিও উপস্থাপন করে, যেখানে মন শহরে ভূমিধসের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির চিত্র তুলে ধরা হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তিজিত, নাগানিমোরা, সোনারি, ওয়াকচিং এবং আবোই-সহ গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মন শহরের সঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।মন জেলার ডেপুটি কমিশনার ওয়েনিয়ে কোনিয়াক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর প্রতিনিধিদলকে ধন্যবাদ জানান। কোনিয়াক ইউনিয়নের সভাপতি ইয়ামাও কোনিয়াকও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য দ্রুত সহায়তার ঘোষণা এবং মুখ্যমন্ত্রীর সফরের প্রশংসা করেন।প্রতিরক্ষা বাহিনীর এক মুখপাত্র জানান, ভূমিধসের ফলে ডিফেন্স কলোনি এলাকায় প্রায় ১৫টি বাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে বহু আবাসিক ভবন ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

রবিবার থেকে অসম রাইফেলস, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), নাগাল্যান্ড পুলিশ, এসডিআরএফ, সেনাবাহিনী, জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরা টানা বৃষ্টি, অস্থির ভূমি এবং নতুন করে ভূমিধসের আশঙ্কা সত্ত্বেও উদ্ধার ও ত্রাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

এর আগে রবিবার মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও মৃতদের প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান এবং আহতদের প্রত্যেককে ৭৪ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করেন। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে খাদ্য, অস্থায়ী আশ্রয়, প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ সব ধরনের সরকারি ত্রাণ সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য সরকার।

মিস টেন ডিভা ২০২৬-এ 'বেস্ট ন্যাশনাল কস্টিউম' সম্মান জিতে ত্রিপুরার গৌরব বাড়ালেন চন্দ্রমিতা রায়

আগরতলা, ২০ জুলাই: জাতীয় ফ্যাশন মঞ্চে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উজ্জ্বল পরিচয় তুলে ধরে মিস টেন ডিভা ২০২৬ প্রতিযোগিতায় 'বেস্ট ন্যাশনাল কস্টিউম' পুরস্কার জিতেছেন ত্রিপুরার চন্দ্রমিতা রায়। জয়পুরে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় তাঁর এই সাফল্য রাজ্যের শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে জাতীয় স্তরে নতুনভাবে তুলে ধরেছে।

চন্দ্রমিতার পুরস্কারজয়ী পোশাকটি ডিজাইন করেছেন নর্থইস্ট ইন্ডিয়া ফ্যাশন উইক — দ্য আর্টিজানস মুভমেন্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও ইয়ানা ঙ্গোবা চাকপু। ত্রিপুরার আদিবাসী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে তৈরি এই পোশাকটি তার অভিনব নকশা ও সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার জন্য বিশেষ প্রশংসা কুড়িয়েছে।পোশাকটিতে ত্রিপুরার দেববর্মা (ত্রিপুরি) সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী লয়েন লুমে বোনা হস্তনির্মিত বস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সংরক্ষিত একটি প্রাচীন বয়নশিল্প। পোশাকের ডানার নকশা তৈরি করা হয়েছে ত্রিপুরার রাজ্য ফুল নাগেশ্বর থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, যা প্রকৃতির সৌন্দর্য ও দৃঢ়তার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

এছাড়া ভারতীয় কয়েনের গয়না, রূপার আদিবাসী অলঙ্কার এবং লাল পুঁতির সংমিশ্রণে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক অনন্য মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে এই কস্টিউমে।

এই উপস্থাপনায় সহযোগিতা করেছেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। রাজ্যের সংস্কৃতি ও পর্যটনকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন হিসেবেই এই উদ্যোগকে দেখা হচ্ছে।

পুরস্কার পাওয়ার পর চন্দ্রমিতা রায় বলেন, ত্রিপুরাকে এই পোশাকের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমি গর্বিত। এই স্বীকৃতি শুধু আমার নয়, আমাদের রাজ্যের শিল্পী, তাঁতি ও কারিগরদের সম্মান।"

ডিজাইনার ইয়ানা ঙ্গোবা চাকপু বলেন, "এই সৃষ্টির প্রতিটি সুতো ও অলঙ্কার ভারতের আদিবাসী সংস্কৃতির গল্প বলে এবং আমাদের ঐতিহ্যকে জীবন্ত রেখে চলা শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।"রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই সাফল্যকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি, ফ্যাশনের মাধ্যমে সংস্কৃতি সংরক্ষণ, পর্যটন প্রসার এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের ঐতিহ্যকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও এটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

লোকসভায় সামনের সারি থেকে পিছনের আসনে অভিষেক, তৃণমূলে ভাঙনের জেরে বদল সংসদের অঙ্ক

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (আইএএনএস): লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসে বড় ভাঙনের পর সংসদে দলের অবস্থানেও বড় পরিবর্তন দেখা গেল। চলতি বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংসদের নিয়ম অনুযায়ী তাঁর প্রাক্তন সহকর্মী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিছনের সারিতে আসন বরাদ্দ করা হয়েছে।

একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম শীর্ষ সাংসদ ছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে দল ভাঙনের পর তিনি ও আরও ১৯ জন সাংসদ ন্যাশনাল সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই)-তে যোগ দেন। বর্তমানে লোকসভায় এনসিপিআইয়ের সাংসদ সংখ্যা ২০, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৮-এ। লোকসভার স্পিকার সংবিধানের দশম তফসিল এবং সংসদীয় রীতিনীতি অনুসারে এই পৃথক গোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দিয়ে আলাদা আসন বরাদ্দ করেছেন।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ২৯টি আসনে জয়ী হলেও, চলতি বছরের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের পর দলীয় ভাঙনের জেরে বড় ধাক্কা খায়। এর মধ্যে একজন সাংসদের মৃত্যু হওয়ায় একটি আসনও বর্তমানে শূন্য রয়েছে।

দলত্যাগী ২০ জন সাংসদের নেতৃত্বে থাকা গোষ্ঠী নতুন দল গঠনের পরিবর্তে নির্বাচন কমিশনে স্বীকৃত এনসিপিআইয়ের সঙ্গে একীভূত হওয়ার পথ বেছে নেয়। ফলে নির্বাচন প্রতীক বা দলীয় সংবিধান নিয়ে দীর্ঘ আইনি জটিলতা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। যদিও এনসিপিআই আগে কখনও লোকসভা নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করেনি, এই একীভূতকরণের ফলে দলটি রাতারাতি লোকসভার অন্যতম বড় রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হিসেবে উঠে এসেছে।

সংবিধানের দশম তফসিল অনুযায়ী, কোনও আইনপ্রণেতা স্বেচ্ছায় দলত্যাগ করলে তাঁর সদস্যপদ খারিজ হতে পারে। তবে একই তফসিলের ৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, যদি কোনও আইনসভার দলের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে দলত্যাগ-বিরোধী আইনের আওতায় অযোগ্য ঘোষণা করা যাবে না।

এই বিধান অনুযায়ী, তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা দলের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সাংসদ এনসিপিআইয়ে যোগ দেওয়ায় তাঁদের সদস্যপদ আপাতত সুরক্ষিত রয়েছে। যদিও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে স্পিকারের কাছে অযোগ্য ঘোষণার আবেদন জানিয়েছে, সংসদীয় দলকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং আসন বিন্যাসের চূড়ান্ত ক্ষমতা স্পিকারের হাতেই রয়েছে।

এই নতুন সংখ্যার সমীকরণে লোকসভায় এনডিএ-র অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়েছে। পাশাপাশি, সংসদের নিম্নকক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রভাবও আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে।

তৃণমূলের তিন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ইডির 'ডেবিট ফ্রিজ' বহাল, স্থগিতাদেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতা, ২০ জুলাই (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেসের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) আরোপিত 'ডেবিট ফ্রিজ'-এর উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের একক বেঞ্চ সোমবার জানিয়ে দেয়, আপাতত ইডির সিদ্ধান্তে আদালত হস্তক্ষেপ করবে না। ফলে প্রায় ৪৪০ কোটি টাকা জমা থাকা ওই তিনটি অ্যাকাউন্টে ডেবিট নিষেধাজ্ঞা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ইডির আরোপিত নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করার আবেদন জানানো হলেও আদালত তা খারিজ করে দেয়।

এর আগে রাজ্য পুলিশের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ প্রথমে ওই তিনটি অ্যাকাউন্টে ডেবিট নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। চলতি মাসের শুরুতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য্যের একক বেঞ্চ সেই নিষেধাজ্ঞায় আংশিক ও সাময়িক শিথিলতা দিয়েছিল।

তবে এরই মধ্যে প্রায় ১৬৪ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে ইডিও ওই তিনটি অ্যাকাউন্টে ডেবিট নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এরপরই তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের বেঞ্চে ইডির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়।

সোমবার দীর্ঘ শুনানির পর বিচারপতি রাও জানান, এই পর্যায়ে ইডির সিদ্ধান্তে আদালত হস্তক্ষেপ করবে না। ফলে সংশ্লিষ্ট তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ডেবিট নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে ইডি সংশ্লিষ্ট একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ককে চিঠি দিয়ে ওই ১৬৪ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য চেয়েছিল।

এদিকে, রাজ্য পুলিশের নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেসের আরও ১২টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে, যেখানে মোট ৫৫০ কোটিরও বেশি টাকা জমা রয়েছে, সেখানেও ডেবিট নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। গত মাসে তৃণমূলের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ তথা প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, ওই অ্যাকাউন্টগুলির অর্থের অপব্যবহার হতে পারে। পরে বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিধায়করাও পুলিশের কাছে একই ধরনের অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁদের দাবি ছিল, ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে দুর্নীতি ও তোলাবাজির অর্থ থাকতে পারে।এই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথমে রাজ্য পুলিশ এবং পরে ইডি সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিতে ডেবিট নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাধীনতা ও মর্যাদার মতো অভিন্ন মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে: মলদোভার প্রেসিডেন্ট মাইয়া সান্দু

চিসিনাউ, ২০ জুলাই (আইএএনএস): বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে ভারত-মলদোভা সম্পর্কের গুরুত্ব তুলে ধরে মলদোভার প্রেসিডেন্ট মাইয়া সান্দু বলেছেন, স্বাধীনতা, মর্যাদা এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করার অভিন্ন মূল্যবোধই দুই গণতান্ত্রিক দেশকে একসূত্রে বেঁধেছে।

সোমবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে সান্দু বলেন, 'বিশ্ব যখন ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে, তখন মলদোভা সহযোগিতা এবং বিশ্বাসযোগ্য অংশীদারিত্বের পথ বেছে নিয়েছে। ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কও সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই গড়ে উঠছে। একটি বৃহৎ এবং একটি ছোট গণতন্ত্র হলেও স্বাধীনতা, মর্যাদা ও মানুষের স্বার্থে কাজ করার মূল্যবোধ আমাদের এক করেছে। মলদোভায় ভারত সবসময়ই একজন নির্ভরযোগ্য বন্ধু খুঁজে পাবে।'

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সফরকে মলদোভার জন্য ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেন সান্দু। তিনি জানান, কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৩৪ বছর পর এই প্রথম কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রধান মলদোভা সফর করছেন। তাঁর মতে, এই সফর দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্বের প্রতীক।

সান্দু বলেন, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও গতিশীল অর্থনীতি। তিনি জানান, ২০২৪ সালে ২১ বছর পর ভারত ও মলদোভার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক পরামর্শ বৈঠক পুনরায় শুরু হয়েছে এবং নয়াদিল্লিতে মলদোভার দূতাবাসও উদ্বোধন করা হয়েছে, যার ফলে দুই দেশের সম্পর্ক নতুন গতি পেয়েছে।

দুই রাষ্ট্রনেতার বৈঠকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্বালানি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ-সহ একাধিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, দুই দেশের সম্পর্কের সুফল যেন সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়, সেই লক্ষ্যেই বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে 'মলদোভা-ইন্ডিয়া বিজনেস ফোরাম'-এর মাধ্যমে দুই দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভারত-মলদোভা জনসংযোগের গুরুত্ব তুলে ধরে সান্দু বলেন, বর্তমানে প্রায় ১,৪০০ ভারতীয় ছাত্র মলদোভার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন, যার মধ্যে অধিকাংশই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তুতি চলছে বলেও তিনি জানান। পাশাপাশি, সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ উৎপাদনে ভারতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো এবং মলদোভায় ওষুধ শিল্পে ভারতীয় বিনিয়োগ আকর্ষণের আগ্রহও প্রকাশ করেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর উপহার হিসেবে মহাত্মা গান্ধীর আবক্ষ মূর্তি পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মাইয়া সান্দু বলেন, 'মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে আমরা শিখেছি, প্রকৃত শান্তি শক্তিশালীদের চাপিয়ে দেওয়া নীরবতা নয়, বরং স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া।'

'সংসদ অভিযান'-এর জন্য সিপিআইএমএল'র জনসমর্থন অভিযান। ছবি নিজস্ব

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

একটা তরকারি দিয়েই ৩ বেলার ৩ রকমের খাবার

রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই একটা চিরপরিচিত চিন্তা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, 'আজ তিন বেলা কী রান্না হবে?' সকালে তাড়াহুড়ো করে জলখাবার বানানো, আর তারপর আবার দুপুর ও রাতের পদের চিন্তা করতেই যেন রান্নাঘরের চার দেয়ালে পুরো দিন কেটে যায়। বিশেষ করে কর্মজীবী মানুষ কিংবা ছোট পরিবারে এই নিয়ে ঝক্কির শেষ নেই। তবে এই ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেতে পারেন স্মার্ট কুকিং কৌশলে। সামান্য পরিকল্পনা করে যেকোনও সবজির তরকারি (যেমন: আলু, গাজর, ফুলকপি) অনেকটা পরিমাণে রেঁধে নিলে তা দিয়েই সারাদিনের তিন বেলার চমৎকার পদ তৈরি সম্ভব। এতে যেমন সময় ও গ্যাস বাঁচবে, তেমনই কমবে অপচয়! সকালের শুরুতে আলু, গাজর কিংবা ফুলকপি ছোট ছোট করে কেটে পেঁয়াজ, জিরে ও সামান্য মশলা দিয়ে একটা মুখরোচক শুকনো ভাজা বা তরকারি বানিয়ে নিন। সেখান থেকে খানিকটা আলাদা পাত্রে তুলে রাখুন। রান্না করা এই সবজি সামান্য চটকে নিয়ে তার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা ও ধনেপাতা কুচি মিশিয়ে আটার লেচির ভেতরে ভরে দিন। চাটুতে সামান্য তেল বা ঘি দিয়ে ভেজে নিলেই তৈরি গরম গরম আলুর বা ফুলকপির পুরভরা পরোটা।

দুপুরের খাবারে সকালে বানিয়ে রাখা মূল তরকারিটিই পরিবেশন করুন ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত, পাতলা ডাল আর রুটির সঙ্গে। থালিটিকে আর একটু আকর্ষণীয় করতে পাশে এক বাটি দই, রায়তা বা তাজা স্যালাড রেখে দিন। এতে রান্না না বাড়িয়েই খাবারের স্বাদ ও পুষ্টিগুণ বহুগুণ বেড়ে যাবে। আর রাতের খাবারে বেঁচে যাওয়া তরকারিটিকে দিন একদম নতুন চমক! কড়াইতে পেঁয়াজ, টমেটো, আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে একটা গ্রেভি বানিয়ে নিন। এরপর বেঁচে যাওয়া সবজি আর সামান্য গরম মশলা ছিটিয়ে ফুটিয়ে নিলেই তৈরি একদম রেস্তোরাঁ স্টাইলের মাখোমাখো তরকারি। চাইলে এই সবজি ডিম বা পনিরের সঙ্গে সঁতে করে বানিয়ে নিতে পারেন সুস্বাদু ভেজিটেবল রোল বা ফ্রাইড রাইস।

পরিপাক ও জীবনধারা সংক্রান্ত বিষয়ক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এই ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত মিল প্রিপারেশন কেবল দৈনন্দিন রান্নার মানসিক চাপ কমায় না, খাবার নষ্ট হওয়াও পুরোপুরি বন্ধ করে। একটু বুদ্ধি খরচ করলেই রোজকার সাধারণ খাবারও হয়ে উঠবে চমৎকার ও মুখরোচক!

আটার ডো ফ্রিজে রাখলেই কালো হয় কেন

বাজারচলতি সাধারণ আটার তুলনায় খাঁটি অরগ্যানিক গম থেকে তৈরি আটার ডো ফ্রিজে রেখে দিলে তা দ্রুত কালচে বা ধূসর রঙের হয়ে যায়। অনেকেই এই পরিবর্তন দেখে ভাবেন যে আটা হয়তো নষ্ট হয়ে গিয়েছে কিংবা খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু পুষ্টিবিদদের মতে আটার এই রঙ পরিবর্তন আসলে কোনও ভয়ের বিষয় নয় বরং এটি আটার খাঁটি হওয়ারই প্রমাণ।

বাজারের সাধারণ প্যাকেটজাত আটা দীর্ঘদিন সাদা দেখানোর জন্য সেটিতে নানারকম রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ও অরগ্যানিক গম দিয়ে তৈরি চকিতে পেষা আটার ক্ষেত্রে কোনও কৃত্রিম কেমিক্যাল বা ব্লিচিং এজেন্ট মেশানো হয় না। ফলে প্রাকৃতিকভাবেই এই আটার মধ্যে গমের পুষ্টিগুণ এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো একদম অক্ষুণ্ণ থেকে যায়। গবেষণা বলছে গমের বাইরের খোসার মধ্যে "পলিফেনল অক্সিডেজ" নামের একটি অত্যন্ত সক্রিয় প্রাকৃতিক এনজাইম থাকে। যখনই আটার সঙ্গে জল মিশিয়ে ডো তৈরি করা হয় তখনই এই ঘুমন্ত এনজাইমটি আচমকা জেগে ওঠে। এরপর সেই ডো ফ্রিজে রাখলে তা বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় যা আটাকে কালচে করে তোলে।

আপেল কেটে ঘরের সাধারণ তাপমাত্রায় রেখে দিলে যেমন কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ওপর একটি বাদামি রঙের আস্তরণ তৈরি হতে দেখা যায় এটিও ঠিক তেমন। এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় "এনজাইমেটিক ব্রাউনিং" যা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক একটি বিষয়। তাই ফ্রিজের ঠান্ডা বাতাসে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় আটার রঙ বদলে যাওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং এর সঙ্গে ডো নষ্ট হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। সাধারণ সাদা আটা তৈরির সময় গমের উপরিভাগের পুষ্টিকর ভূষি বা ব্র্যান এবং ভেতরের জার্ম পুরোপুরি ছেঁটে ফেলা হয়। যেহেতু এনজাইমটি ব্র্যানের মধ্যেই থাকে তাই তা বাদ দেওয়ার ফলে আটার ডো সহজে আর কালো রঙে পরিবর্তন হয় না। তবে এই প্রক্রিয়ায় গমের আসল ফাইবার ও পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায় যা পেটের স্বাস্থ্যের পক্ষে একেবারেই ভালো নয়।

অরগ্যানিক আটার ডো কালচে হয়ে গেলেও তার পুষ্টিগুণ স্বাদ কিংবা পুষ্টিমূল্যের কোনও রকমের তারতম্য বা ক্ষতি হয় না। এটি দিয়ে তৈরি রুটি শরীরের হজম ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে এবং আমাদের অন্ত্রের স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখে। তাই রুটি দেখতে সামান্য কালচে হলেও তা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ বলেই গণ্য করা হয়। যদি আপনি চান যে ফ্রিজে রাখার পরেও আটার স্বাভাবিক রঙ বজায় থাকুক তবে তার জন্য একটি সহজ ঘরোয়া কৌশল ব্যবহার করতে পারেন। আটা মাখার পর পুরো ডোটির গায়ে সামান্য রান্নার তেল বা ঘি ভালো করে মাখিয়ে একটি প্রলেপ তৈরি করে দিন। এই তেলের স্তরটি ডোর ওপর একটি প্রাকৃতিক দেওয়াল তৈরি করে যা বাতাসকে সরাসরি আটার সংস্পর্শে আসতে বাধা দেয়। তেল মাখানোর পর আটার ডোটি খোলা পাত্রে না রেখে একটি কাচের এয়ারটাইট কন্টেনারে ভালো করে ঢাকনা বন্ধ করে ফ্রিজে রাখুন। পাত্রের ভেতরে বাতাস ঢুকতে না পারলে অক্সিডেশন প্রক্রিয়া পুরোপুরি বন্ধ থাকবে এবং আপনার আটার ডো থাকবে একদম সতেজ। এই সহজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে চললে ক্ষতিকর কেমিক্যাল ছাড়াই ডোর রঙ ও গুণমান দুটোই দীর্ঘদিন বজায় রাখা সম্ভব।

কারেন্ট শক লাগলে সঙ্গে সঙ্গে কি করা উচিত

বর্ষাকাল এলেই চারপাশ স্যাঁতসেঁতে হয়ে ওঠে, অলিগলিতে জল জমে আর তার সঙ্গেই দ্বিগুণ বাড়ে ইলেকট্রিক শক লাগার ঝুঁকি। ভেজা হাত, খোলা তার কিংবা ভিজে থাকা দেওয়ালে হাত লেগেই ঘটে যায় নানা দুর্ঘটনা। কিন্তু চোখের সামনে কাউকে কারেন্ট খেতে দেখলে আপনি ঠিক কী করবেন? বেশিরভাগ মানুষই আচমকা এই বিপদে পড়ে ভয় পেয়ে যান, ফলে দেরি হয়ে যায় মূল চিকিৎসায়। তবে এই চরম মুহূর্তে ঘাবড়ে না গিয়ে মাথা ঠান্ডা রাখা সবথেকে জরুরি বলে সতর্ক করছেন জয়পুরের রুংটা হাসপাতালের চিকিৎসক ড: রাজীব শর্মা। তিনি তাঁর নিজস্ব সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে বলেছেন,, "বিদ্যুৎস্পৃষ্ট রোগীর ক্ষেত্রে প্রথম ৫ মিনিট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে সঠিক প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে পারলে অবলীলায় একটা প্রাণ বাঁচানো যায়।" কারেন্ট লাগলে সঙ্গে সঙ্গে কী কী পদক্ষেপ করা জরুরি?

বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা: আক্রান্তকে ছোঁয়ার আগে মেন সুইচ বন্ধ করুন। জল জমে থাকলে বা সুইচ বন্ধ করা না গেলে শুকনো কাঠ, প্লাস্টিক বা শুকনো কাপড় দিয়ে তাঁকে কারেন্টের উৎস থেকে দূরে সরিয়ে আনুন। খালি হাতে বা ভেজা অবস্থায় ছোঁবেন না।

জ্ঞান ও শ্বাসপ্রশ্বাস পরীক্ষা: কারেন্ট থেকে ছাড়ানোর পর রোগী কথা বলছেন কিনা দেখুন। ড: শর্মা বলছেন, "রোগী যদি সাড়া না দেন এবং বুকের স্পন্দন বন্ধ থাকে, তবে দ্রুত অ্যাম্বুল্যান্সে ফোন করুন এবং অবিলম্বে সিপিআর অর্থাৎ বুকে চাপ দিয়ে শ্বাস ফেরানোর চেষ্টা শুরু করুন।" সুস্থ মনে হলেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া: অনেক সময় কারেন্ট লাগার পর মানুষ জ্ঞান হারান না। তবে ডাক্তারদের স্পষ্ট বার্তা, বাইরে থেকে সুস্থ দেখলেও কারেন্টের শকে ভেতরের 'হার্ট রিদম' বিগড়ে যেতে পারে। তাই ঝুঁকি না নিয়ে ইসিজি করিয়ে নেওয়া জরুরি।

পোড়া জায়গায় জলের ব্যবহার: শরীর পুড়ে গেলে ভুলেও বরফ, তেল বা মলম লাগাবেন না। কেবল সাধারণ ঘরের তাপমাত্রার জল ঢালুন। অঙ্গ স্থির রাখা: শক খেয়ে ছিটকে পড়ে হাড় ভেঙেছে মনে হলে সেই অংশটি না নাড়িয়ে কাঠ বা কাপড় দিয়ে সোজা রেখে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। বর্ষার এই মরসুমে সামান্য একটু সচেতনতা আর এই সহজ নিয়মগুলি মাথায় রাখলেই এড়ানো সম্ভব বড়সড় অঘটন।

বর্ষাকালে শাকে লুকানো পোকা থেকে সাবধান

বর্ষাকালে বাজারে সবুজ শাকসবজির রকমারি পসরা দেখা গেলেও, তা খাওয়ার ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতার পরামর্শ দিচ্ছেন খাদ্য নিরাপত্তা চিকিৎসকরা। অতিরিক্ত বৃষ্টি ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার কারণে এই সময়ে পালং, কলমি, পুঁই বা লালশাকের পাতা ও কান্ডের ভাঁজে নানা ধরনের অদৃশ্য ব্যাকটেরিয়া, পোকা এবং ছোট ছোট কৃমির ডিম আটকে থাকে। অসাবধানতাবশত এই পোকা পেটে গেলে পেটের মারাত্মক সংক্রমণ, ফুড পয়জনিং এমনকী, জটিল শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই বর্ষায় শাক বাজার থেকে এনে সোজা কড়াইতে না তুলে, রান্নার আগে বিশেষ কিছু উপায়ে তা ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করা জরুরি। নিচে রইল সহজ ও কার্যকরী কিছু উপায় শাক বাজার থেকে আনার পর শুরুতেই ধুয়ে ফেলবেন না। আগে আটি খুলে পচা, হলুদ হয়ে যাওয়া বা পোকা খাওয়া পাতাগুলো কেটে বাদ দিন। এরপর পাতার

উল্টো পিঠ ও ডাঁটার সন্ধিস্থল ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিন, কারণ বিষাক্ত পোকা বা ডিম সাধারণত সেখানেই লুকানো থাকে। বাটিতে হালকা গরম জল নিয়ে তাতে ২ চা-চামচ নুন মিশিয়ে দিন। এরপর বেছে রাখা শাক এই নুন-জলে ১০ থেকে ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। নুন ও ইষদুষ্ণ জলের মিশ্রণে পাতার ভাঁজে লুকিয়ে থাকা অদৃশ্য পোকা মরে ভেসে ওঠে বা আলগা হয়ে যায়। শাকের গায়ে লেগে থাকা ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ও রাসায়নিক কীটনাশক দূর করতে ১ লিটার জলে ১ কাপ সাদা ভিনেগার বা ২ চামচ লেবুর রস মিশিয়ে শাক কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে পারেন। এতে শাকে থাকা জীবাণু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়। নুন বা ভিনেগারের জলে ভিজিয়ে রাখার পর শাকগুলো জল থেকে তুলে খোলা ট্যাপের নিচে বা বড় পাত্রে ঠান্ডা জলে ৩ থেকে ৪ বার ভালো করে ধুয়ে নিন। প্রতিবার পাত্রের জল বদলে নেওয়া জরুরি, যাতে অবশিষ্ট নোংরা বা পোকা নিচে তলিয়ে যায়। ধোয়ার পর জল ঝরানোর ছাঁকনিতে রেখে শাকের অতিরিক্ত জল সম্পূর্ণ ঝরিয়ে নিন। রান্না করার সময় হালকা ভাজা বা আধসেদ্ধ না করে, ঢাকনা দিয়ে ভালোভাবে সেদ্ধ করে নিন। উচ্চ তাপে রান্না করলে অবশিষ্ট জীবাণুও পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়।

বয়স ৪০ পেরোলে দৃষ্টিশক্তির সমস্যায় পড়ে

চোখ না থাকলে পুরো দুনিয়াই অন্ধকার। তাই চোখের দিকে খেয়াল রাখা একান্ত কর্তব্য। সারা দিন মুঠোফোন, ল্যাপটপ ঘাঁটাঘাঁটি থেকে শুরু করে মধ্যরাত পর্যন্ত টিভি দেখা, মন্দ খাদ্যাভ্যাসসহ অনেক কিছুই চোখের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। তাই আজকাল অল্প বয়স থেকেই চোখের সমস্যা দেখা দেয়। চোখে ঝাপসা দেখা, কাছের জিনিস বা দূরের জিনিস দেখতে না পাওয়া খুব পরিচিত সমস্যা। এর মধ্যে দীর্ঘ দৃষ্টিশক্তি একটি। এটা যেমন বড়দের ক্ষেত্রে ঘটে, তেমনি শিশুদের ক্ষেত্রেও।

শিশুর ক্ষেত্রে

মা-বাবার মাইনাস পাওয়ার থাকলে শিশুরও তা হতে পারে। তাই খেয়াল রাখুন। খেলনা দূরে রেখে দেখুন চিনতে পারে কি না। এক চোখ চেপে রেখে দেখুন অন্য চোখে ঠিকমতো দেখতে পায় কি না। অক্ষর পরিচয় হওয়ার পর স্নেলেন চার্ট বিভিন্ন দূরত্বে রেখে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

শিশু যদি বই খুব কাছে নিয়ে পড়ে, কাছ থেকে টিভি দেখে, স্কুলবোর্ডের লেখা পড়তে না পারে, মাথাব্যথা, চোখব্যথা, অঞ্জনিতে কষ্ট পায়, বুঝতে হবে হয়তো পাওয়ার বেড়ে গেছে। শিশুর এই কম দেখা পাওয়ারের জন্যই কি না, জানতে কার্ডবোর্ডে পিন দিয়ে ছিদ্র করুন। এক চোখ বন্ধ করে দূরের জিনিসের দিকে তাকাতে বলুন। এবার জিনিসটি ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে দেখান। আগের তুলনায় স্পষ্ট দেখলে বুঝবেন পাওয়ার বেড়ে গেছে।

শিশু যদি সোজা জিনিস বাঁকা, চৌকো জিনিস এবড়োখেবড়ো বা গোল জিনিস ডিম্বাকার দেখে, বুঝতে হবে সিলিনড্রিকাল পাওয়ার দেখা দিয়েছে।

বড়দের ক্ষেত্রে

চোখে কম দেখলেই বোঝা যাবে পাওয়ার বেড়েছে। ৪০ বছরের পর বইপত্র পড়তে চশমা লাগে। যাঁরা আগে মাইনাস পাওয়ারের চশমা পরে বই পড়তেন, তাঁরা হঠাৎ অসুবিধা বোধ করতে পারেন। কারণ, ৪০ বছরের পর কাছের পাওয়ার নির্ভর করে দূরের পাওয়ারের ওপর।

কাছের পাওয়ার ১ এবং দূরের পাওয়ার ১ হলে চশমার কাছের পাওয়ার হবে ১+১=২। আর দূরে ১ হলে সামনের পাওয়ার দাঁড়াবে +১-১= ০। অর্থাৎ খালি চোখে বই পড়া বা সুচে সুতা পরাতে পারবেন।৪০ বছর বয়সে বই পড়তে প্লাস পাওয়ারের চশমা লাগত। ৫০ বছরের পর দেখলেন খালি চোখেই পড়তে পারছেন। ডায়াবেটিস বা ছানি দেখা দিয়েছে কি না, দেখুন। দুই ক্ষেত্রেই চোখে খানিকটা মাইনাস পাওয়ার আসে। ফলে প্লাসে মাইনাসে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়।

তবে চোখের যেকোনো বিষয় নিয়ে চক্ষুরোগবিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কিছু করবেন না। আর পাওয়ারের সমস্যা বুঝতে বছরে অন্তত এক বা দুবার চোখ পরীক্ষা করা জরুরি।

দাবা প্রতিযোগিতা

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

অভিনব এক দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল কলকাতার লেক ক্লাবে। মাইন্ড গেমস চেস একাডেমি ও চেসমিট ফাউন্ডেশন এবং লেক ক্লাবের সহায়তায় প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। গ্র্যান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়ার হাত ধরে প্রতিযোগিতার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত প্রতিযোগিদের উৎসাহিত করেন। পড়ুয়া অধ্যাপক শিক্ষক সাংবাদিক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পেশাদার দাবাড়ুরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় ৫০ হাজার টাকার চেক থ্যালাসেমিয়া সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিভিন্ন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন অনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র, অরিজিৎ সিনহা, উদয়ন কান্তি ঘোষ, দেবাংশ আড্ডি, ইন্দ্রজিৎ দত্ত, শ্রেয়া ঘোষ ও শান্তা বিশ্বাস। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ প্রমুখ। চেসমিট ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় জানান, 'বিগত কয়েক বছর ধরেই থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের সাহায্য করার জন্য এই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে'।

বিপন্ন কণ্ঠস্বর এবং গণতন্ত্রের দর্পণ

সোনম ওয়াংচুক এবং ভারতের বর্তমান রাজনীতি..

সুনীল মাইতি
(সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

লাদাখের বরফগলা জল আর হিমালয়ের হিমশীতল হাওয়ার মধ্যে যার পরিচয় গড়ে উঠেছিল একজন পরিবেশকর্মী এবং প্রথা বিরোধী শিক্ষাবিদ হিসেবে; সেই সোনম ওয়াংচুক আজ দেশের রাজধানী দিল্লির তপ্ত রাজপথে এক ভিন্ন লড়ায়ের প্রতীক। টানা কুড়ি দিনেরও বেশি সময় ধরে চলা আমরণ অনশনের পর সম্প্রতি শারীরিক অবস্থার চরম অবক্ষয় ঘটায় তাঁকে দিল্লির সফদরজঙ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। চিকিৎসকদের বুলেটিন বলছে; শরীরে জলের অভাব; ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতা এবং পটাশিয়ামের মাত্রা আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাওয়ায় তাঁর শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। কিন্তু যে প্রশ্নটি এই মুহূর্তে দিল্লির হাসপাতাল বা যন্তর মন্তরের সীমানা ছাড়িয়ে গোটা ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে আছড়ে পড়ছে; তা হলো- একজন পরিবেশকর্মী কেন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার রদবদল এবং নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে নিজের জীবন বাজি রাখলেন? এবং বর্তমান ভারতের জটিল ও মেরুকৃত রাজনীতিতে সোনম ওয়াংচুকের এই অবস্থানের প্রাসঙ্গিকতাই বা ঠিক কতখানি? সোনম ওয়াংচুকের এই অনশন কেবল একটি নির্দিষ্ট দাবির আন্দোলন নয়; বরং তা ভারতীয় নাগরিক সমাজের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। নিট পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের যে ঘটনা সাম্প্রতিককালে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের মুখে ঠেলে দিয়েছে; তার নৈতিক দায় নিয়ে কোনো রাজনৈতিক স্তরে সদর্থক পদক্ষেপ দেখা যায়নি। ওয়াংচুকের অনশন সেই নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধেই এক নীরব কিন্তু তীব্র চপেটাঘাত।

দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশে এবং চিকিৎসকদের পরামর্শে পুলিশ তাঁকে অনশন মঞ্চ থেকে জোরপূর্বক হাসপাতালে নিয়ে গেলেও; ওয়াংচুকের পরিবার ও সমর্থকদের অভিযোগ এটি চিকিৎসার নামে এক ধরনের 'বেআইনি আটক'। যখন কোনো নাগরিকের অহিংস প্রতিবাদ রাষ্ট্রের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়; তখন রাষ্ট্রযন্ত্র চিকিৎসার অছিলায় প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরকে অবরুদ্ধ করতে চায় এই প্রবণতা নতুন নয়। ওয়াংচুকের বিছানার চারপাশে শয়ে শয়ে পুলিশ মোতায়েন রাখার ঘটনাটি প্রমাণ করে যে; অনশনকারী ওয়াংচুকের শারীরিক দুর্বলতার চেয়েও তার নৈতিক অবস্থানের জোরকে রাষ্ট্র বেশি ভয় পাচ্ছে। বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে ওয়াংচুকের প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে গেলে 'ককরোচ জনতা পার্টি' বা আরশলা আন্দোলনের উত্থানকে বুঝতে হবে। ভারতের বেকার ও বঞ্চিত যুব সমাজকে যখন এক শীর্ষ ব্যক্তিত্বের মন্তব্যে পরোক্ষভাবে 'আরশলা' বা নগণ্য হিসেবে দেগে দেওয়া হয়েছিল; তখন সেই অপমানকেই হাতিয়ার করে গড়ে উঠে এক অভিনব ব্যাঙ্গাত্মক এবং প্রতিবাদী যুব আন্দোলন। সোনম ওয়াংচুকের এই আন্দোলনের কোনো আনুষ্ঠানিক নেতা নন; কিন্তু তিনি এর 'স্পন্দিত হৃদয়' বা নৈতিক অভিভাবক হয়ে উঠেছেন।

ঐতিহ্যগতভাবে ভারতের রাজনীতি জট পাকিয়ে থাকে জাতপাত; ধর্মীয় মেরুকরণ এবং দলীয় সমীকরণের আবর্তে। কিন্তু ওয়াংচুক ও সিজেপি-র এই মেলবন্ধন ভারতীয় রাজনীতিতে এক নতুন ধারার জন্ম দিচ্ছে; যা সম্পূর্ণভাবে অরাজনৈতিক মঞ্চ থেকে গড়ে ওঠা নীতি-ভিত্তিক আন্দোলন। এখানে মূল বিষয় কোনো দলের ক্ষমতা দখল নয়; বরং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। লাদাখের পরিবেশ ও স্বায়ত্তশাসনের (ষষ্ঠ তফসিল) দাবি নিয়ে যিনি দীর্ঘদিন সরব ছিলেন; তিনি তখন দিল্লির ছাত্রদের শিক্ষা ও অধিকারের দাবিতে অনশনে বসেন; তখন তা আঞ্চলিকতার গণ্ডি পেরিয়ে এক সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করে। বর্তমান ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধী দলগুলি যখন নানা ইস্যুতে সরকারকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে; তখন সোনম ওয়াংচুকের মতো একজন নির্দলীয় মানুষের অনশন শাসক ও বিরোধী উভয় শিবিরের জন্যই এক নতুন বার্তা বহন করে। সমকালীন রাজনীতিতে যেখানে আদর্শের চেয়ে ক্ষমতার সমীকরণ মুখ্য; সেখানে ওয়াংচুক মহাত্মা গান্ধীর 'সত্যাগ্রহ' ও অনশনের সনাতন পদ্ধতিকে পুনরায় প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। কোনো ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থ ছাড়া নিজের শরীরকে ক্ষয় করে জনস্বার্থে লড়াই করার এই দৃষ্টান্ত ভারতীয় রাজনীতিতে নৈতিকতার এক নতুন মানদন্ড স্থাপন করে।

নিট কেলেঙ্কারির মতো জাতীয় সংকটকে কেবলই একটি প্রশাসনিক ব্যর্থতা হিসেবে না দেখে; এটি একটি কাঠামোগত অবক্ষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ওয়াংচুক। তাঁর এই অনশন দেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্ষোভকে একক মঞ্চে এনে দাঁড় করিয়েছে; যা আগামী দিনে যেকোনো সরকারের জন্য এক বড় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ। বর্তমান ভারতে যেখানে ভিন্নমতের প্রকাশকে প্রায়শই দেশদ্রোহিতা বা রাষ্ট্রবিরোধী আখ্যা দিয়ে দমন করার চেষ্টা হয়; সেখানে ওয়াংচুকের মতো একজন যারমন ম্যাগসাইসাই পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্বের যন্তর মন্তরে বসা দেশের সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজকে নতুন করে সাহস জোগাচ্ছে। সফদরজঙ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে চিকিৎসাধীন সোনম ওয়াংচুক হয়তো এই মুহূর্তে শারীরিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল; কথা বলার শক্তি টুকুও তার অবশিষ্ট নেই। কিন্তু তাঁর এই নীরবতা ও শারীরিক কৃচ্ছসাধন বর্তমান ভারতের রাজনীতির সবচেয়ে উচ্চকিত কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন ফাঁসের তদন্ত বা মন্ত্রী পদত্যাগ হয়তো একসময় আইনি ও প্রশাসনিক পথে মীমাংসে হবে; কিন্তু ওয়াংচুক ভারতের রাজনীতিকে যে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন; তা সহজে মুছে ফেলা যাবে না। গণতন্ত্র কেবল ভোটদান বা সংসদীয় সংখ্যাধিক্যের খেলা নয়; গণতন্ত্রের আসল পরীক্ষা হয় রাষ্ট্রের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা নাগরিকের অধিকার এবং যুব সমাজের ভবিষ্যতের সুরক্ষায়।সোনম ওয়াংচুকের বিপন্ন শারীরিক অবস্থা আসলে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারই এক গভীর সংকটের প্রতিফলন। রাষ্ট্র তাঁকে যত দ্রুত সুস্থ করে ফেরাতে চাইবে; তার উত্থাপিত প্রশ্নগুলি তত বেশি করে দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে।

তমলুক পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার-
৬২৯৫৫৩৩১০৭

ত্রিপুরা হকার্স ইউনিয়নের নির্বাচনোত্তর বৈঠকে পূর্ণাঙ্গ পরিচালন কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো ত্রিপুরা হকার্স ইউনিয়নের ২০২৬ সালের নির্বাচন। গত ১৪ জুলাই, মঙ্গলবার আগরতলার হকার্স কর্নারে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ব্যালট পেপারের মাধ্যমে এই ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলে, যেখানে ২০৫ জন ভোটার স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। প্রবীণ সাংবাদিক তথা রিটার্নিং অফিসার সুপ্রভাত দেবনাথ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার তথা প্রবীণ সাংবাদিক আর. কে কল্যাণজিৎ সিংহ-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ অবাধ, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এই নির্বাচন পরিচালিত হয়। মোট ২০ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১৪টি ভোট পেয়ে তালিকায় শীর্ষে স্থানে উঠে আসেন রাজেশ সাহা। তাঁর পাশাপাশি সমীর সাহা (১০৯), আশিস দত্ত (১০৭), জগদীশ চন্দ্র সাহা (১০৭), ঝুমন ধর (১০৬), কাজল চন্দ্র লোধ (১০১), উৎপল দত্ত (৯০), রাকেশ চন্দ্র পাল (৮৮), অভিষেক পাল (৮৫), বিপ্লব সাহা (৮০) এবং সুনীল দেবনাথ (৬৫) বিজয়ী হয়ে ১১ সদস্যের নতুন পরিচালন পরিষদ গঠন করেন। নির্বাচন পরিচালন কমিটি এই অবাধ ও সুষ্ঠু প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সহায়তার জন্য ভোটার, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ এবং সংবাদমাধ্যমকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।নির্বাচনোত্তর পর্যায়ে এই নবনির্বাচিত ১১ সদস্যের পরিচালন পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে এক বৈঠকে মিলিত হন। উক্ত বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়কে কো-অপ্ট করে ত্রিপুরা হকার্স ইউনিয়নের নতুন সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়। এর মধ্য দিয়ে ২০২৬-২০২৮ বর্ষের জন্য সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন সম্পন্ন হয়। গঠিত এই নতুন কমিটিতে সম্পাদক পদে দায়িত্ব পেয়েছেন কাজলচন্দ্র লোধ এবং কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছেন আশীষ দত্ত। এছাড়া দুজন সহ-সভাপতি, দুজন সহ-সম্পাদক এবং পাঁচজন কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নির্বাচন পরবর্তী এই সিদ্ধান্তসমূহ জানাতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শুভানুধ্যায়ী সমাজসেবী শ্যামল কুমার দেব, নবমনোনীত সভাপতি সুজিত রায় এবং রিটার্নিং অফিসার সুপ্রভাত দেবনাথ। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ আশাপ্রকাশ করেন যে, এই নবগঠিত পূর্ণাঙ্গ কমিটি আগামী দুই বছর হকার্স কর্নারের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন এবং হকার সমাজের স্বার্থ ও অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রাজ্য সরকার রাজ্যের গ্রামীণ বাজারগুলির সংস্কার করার উদ্যোগ নিয়েছে: সমবায়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই: বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরার গ্রামীণ বাজারগুলির আমূল সংস্কার করে নতুনরূপে বাজারগুলিকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আজ বাইখোড়া বাজারে দ্বিতল বাজার শেডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া একথা বলেন। বাইখোড়া বাজারে গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন প্রকল্পে ১ কোটি, ৭৯ লক্ষ, ৬৫ হাজার টাকা ব্যয় করে দ্বিতল এই বাজার শেড নির্মাণ করা হবে। বেকারদের ব্যবসা করার জন্য ১০টি দোকান ঘর এবং কৃষকদের কৃষিজাত পণ্য বিক্রির জন্য একটি পাকা শেড নির্মাণ করা হবে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের এগ্রি ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ এই মার্কেট শেড নির্মাণ করবে।

বাইখোড়া বাজার শেডে আয়োজিত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া আরও বলেন, জোলাইবাড়ি বিধানসভা এলাকার কোয়াইফাং, কলসী, বাইখোড়া, জোলাইবাড়ি বাজারের সংস্কার করা হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে নতুন দ্বিতল মার্কেট শেড। রাজ্য সরকার এ রাজ্যের মানুষের কল্যাণে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পানীয়জল, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। এই উন্নয়ন কাজে দলমত নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সমবায়মন্ত্রী।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত ও ভাইস চেয়ারম্যান কেশব চৌধুরী, জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুজিত দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী মণীন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার ধনঞ্জয় জমাতিয়া। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চড়কবাই পঞ্চায়েতের প্রধান ভগবতী দাস গোস্বামী।

”মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান” উপলক্ষ্যে আমবাসা টাউন হলে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই: রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমুখী স্বাস্থ্য প্রকল্প ”মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান”-এর মহতী উদ্দেশ্যকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে গত ১৬ জুলাই ধলাই জেলায় এক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো। ধলাই জেলার জেলা শাসক ও সমাহর্তা এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়, আমবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে আমবাসা টাউন হলে এক দিনব্যাপী বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে।

এই শিবিরের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ও মফস্বল এলাকার সাধারণ এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ ও আধুনিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা পৌঁছে দেওয়া। এই বিশেষ শিবিরে এলাকার মোট ১৪৬ জন পুরুষ, মহিলা ও শিশু সরাসরি উপস্থিত হয়ে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেছেন এবং উপকৃত হয়েছেন। ”মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান”-এর অংশ হিসেবে শিবিরে আগত রোগীদের নিখরচায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রোগ নির্ণয়ের পর চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় উন্নত মানের ওষুধপত্র বিতরণ করা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকার সাধারণ মানুষের আর্থিক সাশ্রয় ও উন্নত মানের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কেবলমাত্র সাধারণ পরামর্শই নয়, মারাত্মক ও দীর্ঘমেয়াদী রোগ ব্যাধি প্রাথমিক স্তরেই চিহ্নিত করার জন্য শিবিরে আধুনিক স্ক্রিনিং ও ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষাগুলি হলো: উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস বা রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা। বর্ষাকালীন সময়ে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব রুখতে দ্রুত রক্ত পরীক্ষা। শিবিরটিতে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য রাজ্য স্বরের ও স্থানীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত যত্ন সহকারে প্রতিটি রোগীকে পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। শিবিরে উপস্থিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা হলেন: ডাঃ কল্যাণ দেবনাথ, প্রঞ্জ (মেডিসিন বিশেষজ্ঞ) তিনি মূলত হৃদরোগ, লিভার, গ্যাস্ট্রিক ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করেন। ডাঃ পল্লবী দাস (স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ) তিনি শিবিরে আগত গর্ভবর্তী মহিলা ও কিশোরীদের বিভিন্ন স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত সমস্যার বিশেষ চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান করেন। ডাঃ প্রসেনজিৎ দাস, (শারীরিক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ) তিনি বাত, কোমর ব্যথা, হাড়ের ক্ষয় ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীদের ফিজিওথেরাপি এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিশেষ পরামর্শ দেন।

সমগ্র শিবিরটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনায় মূল দায়িত্বে ছিলেন আমবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ইন-চার্জ ডাঃ সঙ্গীতা রিয়াং এবং মেডিকেল অফিসার ডাঃ বিপাশা রিয়াং। এছাড়াও এই শিবিরে ল্যাব টেকনিশিয়ান, ফার্মাসিস্ট, নার্সিং স্টাফ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা উপস্থিত থেকে রোগীদের রক্ত পরীক্ষা ও ঔষধ বিতরণের কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেন।

সিজেপি

● প্রথম পাতার পর

টাকা করে ক্ষতিপূরণ প্রদান।

এক মাসেরও বেশি সময় ধরে জন্তর মন্তরে সিজেপি-র অবস্থান-বিক্ষোভ এবং প্রায় তিন সপ্তাহ আগে সোনম ওয়াংচুকের সেই আন্দোলনে যোগদানের পর এই বৈঠককে আন্দোলনকারী ও সরকারের অচলাবস্থা নিরসনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বৈঠকের পর সৌরভ দাস অভিযোগ করেন, ধর্নাস্থলে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তাঁদের দাবিগুলি দেশের যুবসমাজের প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সরকারকে দ্রুত সেগুলি মেনে নেওয়া উচিত।

অন্যদিকে, জে.পি. নাড্ডা এক্স (সাবেক টুইটার)-এ জানান, বিকেল প্রায় ৪টা নাগাদ সিজেপি প্রতিনিধিরা তাঁর হাতে লিখিত দাবি-পত্র তুলে দেন। তিনি বলেন, সিজেপি-র পক্ষ থেকেই আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এবং সকাল ১১টা ৫০ মিনিট থেকে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা চলেছে।

নাড্ডার বক্তব্য, ‘‘আলোচনা অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে হয়েছে। প্রথমে বিস্তারিত মৌখিক আলোচনা হয় এবং পরে প্রতিনিধিদল লিখিত আবেদনপত্র জমা দেয়।’’

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, সরকার আন্দোলনকারীদের দাবিগুলি বিবেচনায় নিয়েছে। তাই তিনি সিজেপি-র কর্মী-সমর্থকদের ধর্না প্রত্যাহার করে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ‘প্রশ্নপত্র ফাঁস-রোধে ব্যর্থ’ হয়েছেন এই অভিযোগ তুলে গত ৬ জুন থেকে জন্তর মন্তরে অবস্থান-বিক্ষোভ শুরু করে সিজেপি। আন্দোলনকারীদের দাবি, বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটলেও শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করতে সরকার কোনও কার্যকর ও স্থায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর শোকবার্তায় বলেন, এই আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত। তিনি প্রয়াত আইপিএস আধিকারিকের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি ও সাহস জোগানোর জন্য প্রার্থনা জানান।

উল্লেখ্য, ডিজিপি অনুরাগের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনাটি ঘিরে পুলিশ প্রশাসন ও বিভিন্ন মহলে গভীর শোকের পাশাপাশি ঘটনার কারণ নিয়ে তদন্ত প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

NOTIFICATION

The Tripura Film and Television Institute (TFTI) will organize a 5 (Five) day Workshop on "The Art and Craft of Song Production" from 27th July to 31st July 2026 at TFTI, Nazrul Kalakshetra Complex, Agartala. This immersive course is specially designed for music and film enthusiasts, who wish to develop a deeper understanding of how song is created, as well as aspiring songwriters, music composers, music producers, and future film and music industry professionals.

In this regard, the interested individuals who are 18 years of age and above are cordially invited to attend the above workshop session on free of cost and may also submit an application for participation through e-mail: tfti.icatripura@gmail.com or by contacting the TFTI office in person between 11:00 a.m. and 5:00 p.m. on or before 24th July 2026 as the seats are limited. The medium of Instruction will be conducted in English and Hindi.

To know more in details and for information about the workshop please feel free to contact us at our office number: 0381-2300595.

ICA/D-606/26

Registrar
Tripura Film & Television Institute
Nazrul Kalakshetra Complex Agartala

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT- 09/EE/RD/DMN/DIV/2026-27. Dt.17/07/2026

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer,Engineer, R D Dharmanagar Division, Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on two bid system from the eligible bidders up to 4:00 PM on 24/07/2026 for 02 (Two) no works. For details visit website https://tripuratenders.gov.in / eprocure.gov.in and may contact at phone no. 9862984064 (M)/ email id- eerddmndiv@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1289/26

Executive Engineer
RD Dharmanagar Division

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 17/NIeT/EE-KLP/PWD (DWS)/2026-27

The Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class& Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	DNIeT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of Bid Fee
1	DNIeT No.26/EE-KLP/PWD(DWS)/ 2025-26	48,37,098.00	96,742.00	90 days	1000.00

Last date and time for document downloading and bidding: 24/07/2026 up to 3:00 PM Time and date of opening of bid: 24/07/2026 at 04:00 PM

Document downloading and biding at application: https://tripuratenders.gov.in Class of bidder: Appropriate Class

All details are available in the https://tripuratenders.gov.in

Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA/C-1287/26

(ER. SANJOY DEBNATH)
Executive Engineer DWS Division,
Kalyanpur Khowai Tripura

ব্লু লোটাস ক্লাবের পঞ্চকবি স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি আগরতলা ২০ জুলাই।। ধলেশ্বর ব্লু লোটাস ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো মাসিক সাংস্কৃতি আঙ্গিনার অঙ্গ হিসেবে স্মরণে বরণে পঞ্চকবি শীর্ষক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ নজরুল জীবনানন্দ দাশের গান কবিতা আবৃত্তি পরিবেশন করেন শিল্পীরা। এর পাশাপাশি হয় কুইজ প্রতিযোগিতা খুদে প্রতিভাবান শিল্পীদের সংবর্ধনা ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। ক্লাব সভাপতি নবেন্দু ভট্টাচার্য সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে শিল্পীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মহাকাশের মতোই সীমাহীন এবং সাম্প্রতিক সময়ে তাদের সাফল্য গোটা দেশকে গর্বিত করেছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ’বর্ষাকাল হোক বা বর্ষাকালীন অধিবেশন, দুটিই অত্যন্ত ফলপ্রসূ। যখন দুটিই ফলপ্রসূ হয়, তখন তা দেশের উন্নয়ন এবং সকলের কল্যাণে সহায়ক হয়। তাই আমি আশা করি, বর্ষাকাল এবং সংসদের এই অধিবেশন দুটিই দেশের জন্য ফলপ্রসূ হবে।’ গত এক মাসে দেশের একের পর এক উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা তুলে ধরে মোদী বলেন, জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতের অর্জন দেশবাসীর গর্ব বাড়িয়েছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, গত বছরের বর্ষাকালীন অধিবেশনের আগে একজন ভারতীয় আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) পৌঁছেছিলেন। আর এবার হায়দরাবাদ-ভিত্তিক স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের ‘মিশন আগমন’-এর অধীনে দেশের প্রথম বেসরকারিভাবে নির্মিত কক্ষপথগামী রকেট ‘বিক্রম-১’-এর সফল উৎক্ষেপণ ভারতের মহাকাশ অভিযাত্রায় নতুন ইতিহাস গড়েছে।তিনি বলেন, ’স্কাইরুটে কাজ করা তরুণদের গড় বয়স মাত্র ২৮ বছর। এই তরুণরাই এমন কৃতিত্ব অর্জন করেছে। আমি ৫৬ বছরের কোনও যুবকের কথা বলছি না, আমি ২৮ বছর গড় বয়সের সেই তরুণদের কথা বলছি, যারা আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের পতাকাকে আরও উঁচুতে তুলে ধরেছে।’প্রধানমন্ত্রীর মতে, বিশ্বমঞ্চে ভারতের গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা ক্রমশ বাড়ছে। তিনি বলেন, ’এটি কেবল কাকতালীয় নয়, এটি একটি শক্তিশালী বার্তা আমাদের দেশের যুবসমাজের সম্ভাবনা ও স্বপ্ন মহাকাশের মতোই অসীম। এর চেয়ে বড় অনুপ্রেরণা দেশের জন্য আর কিছু হতে পারে না।’এদিন তিনি আরও উল্লেখ করেন, সম্প্রতি রাজস্থানে একটি বৃহৎ তেল শোধনাগার জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে, দেশের তৃতীয় সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্ট চালু হয়েছে এবং সবুজ হাইড্রোজেনচালিত ট্রেনও দেশের পরিবহণ ব্যবস্থায় যুক্ত হয়েছে যা বিশ্বের খুব কম দেশেরই রয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সমস্ত সাফল্য ভারতের বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা এবং শ্রমিকদের সম্মিলিত নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমেরই প্রতিফলন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই দেশ উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছাচ্ছে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

করা হয় এবং বিভিন্ন এলাকায় চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এদিকে, মাণ্ডি হাউস মেট্রো স্টেশনের কাছ থেকে বহু ছাত্র মিছিল করে জন্তর মন্তরে পৌঁছন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলতে তুলতে বিক্ষোভে যোগ দেন আরও অনেকে, ফলে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকে।ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা রুখতে পুলিশ বলপ্রয়োগ করে এবং সংঘর্ষের সময় লাঠিচার্জের অভিযোগও ওঠে। যদিও এ বিষয়ে পুলিশের তরফে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা হয়নি।উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে জন্তর মন্তরের নিকটবর্তী প্যাটেল চক মেট্রো স্টেশন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বন্ধ রাখা হয় বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি, বিক্ষোভস্থলের আশপাশে সিগন্যাল জ্যামারও বসানো হয়। কয়েকজন বিক্ষোভকারীর দাবি, এর ফলে এলাকায় মোবাইল ফোনের সংযোগ ব্যাহত হয়।উল্লেখ্য, গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে জন্তর মন্তরে এই আন্দোলন চলছে। বিক্ষোভকারীদের মূল দাবি, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এই দাবিকে সামনে রেখেই সোমবার ‘চলো সংসদ’ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়, যার জেরে রাজধানীর কেন্দ্রীয় অংশে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে দিল্লি পুলিশ।

সুদীপ

● প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, ডিজিপি অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুর ঘটনায় ইতোমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও চূড়ান্ত মন্তব্য করা হয়নি।

PNIeT-10/E.E/Div-IV/AMC/26-27 Date:23/07/2026
Online single bid percentage rate e-tender are invited for the following works:

Sl No.	Name of the Work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at application	Class of Bidder
1	DNIe-T No:31/Div-IV/AMC/2025-26 Tender ID-2026_SAMC_74756_1	32,14,118/-	64,282/-	120(One hundred twenty) Days	23/07/2026 Time 15:00 Hrs	23/07/2026 Time 16:00 Hrs (If Possible)	https://tripuratenders. gov.in	Enlisted Contractor/ Appropriate Clas
2	DNIe-T No:05/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_74760_1	24,77,353/	49,547/-	60(Sixty) Days				
3	DNIe-T No:10/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_74763_1	12,46,625	24,933/-					

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W.Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.

NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e- procurement website, by the eligible bidders.

Executive Engineer
P. W. Division No-IV
Agartala Municipal Corporation

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 09/EE/KLSD/2026-27 dated 17/07/2026

The Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M.on 28-07-2026 for the following work:

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	DNIT No. 05/EE/KLSD/2026-27	Rs. 24,14,42940	Rs. 48,289.00	120 Days	Upto 15.00 Hrs on 28/07/2026	At 16.00 Hrs 28/07/2026	https://tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
2	DNIT No. 03/EE/KLSD/2026-27	Rs. 21,00,681.00	Rs. 42,014.00	90 Days				
3	DNIT No. 03/SE(I)/PWD(R&B)/ KGT/2026-27	Rs. 21,00,681.00	Rs. 42,014.00	90 Days				

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to eeklspwd@yahoo.in

ICA/C-1276/26

(Joydip Nath)
Executive Engineer
Kailashahar Division, PWD(R&B),
Kailashahar, Unakoti District, Tripura

No.F.3 (402)-Agri/EE/W/2026-27/1463-75 Dated- 17/07/2026
SHORT NOTICE INVITING AUCTION NO. 24/AGRI/EE(W)/2026-27

On behalf of the Governor of Tripura, sealed separate percentage rate Auction Bid is invited from the enlisted contractors for the following work up to 3.00 PM on 24/07/2026.

Sl No.	Name of Work	Reserve Value	Earnest Money	Last date & Time of Dropping	Date & Time of Opening
1	Auction of demolition of old dilapidated semi-permanent type 200 MT capacity District godown at SARS Complex. AUCTION NO. 37/AGRI/EE(W)/2026-27	1,00,000.00	2,000.00	Upto 2.00 PM on 24/07/2026	On 24/07/2026 at 4.00 PM
2	Auction of demolition of old dilapidated semi-permanent type 200 MT capacity Agri Main godown at S.A Dukli. NO.38/AGRI/EE(W)/2026-27	1,00,000.00	2,000.00		

1. Bidder should not be blacklisted by central/state Government Department / agency regarding quality compromise or any other reason as on closing date of tender. Bidders having any ongoing litigation with any department / agency of Central / Sate Government are also barred from participation in the tender.
2. No Auction form will be sold. Eligible bidders should participate in tender online through website https://tripuratenders.gov.in (for biding).
3. Bidders will participate in tender online through website https://tripuratenders.gov.in for which they have to register/enroll their name through the same website.
4. The Auction will be opened on 24/07/2026 AT 03.00 PM if possible. If the date of opening of Auction happens to be a holiday or office work is affected due to any unforeseen reason, the date of opening will be on next working day.
5. The Department reserves the right to reject any submitted tender or ask for any clarification, not inconformity with relevant DNIT. The department reserves the right to cancel e-tender process without assigning any reason to any bidder.

ICA/C-1283/26

(Er. Partha Pratím Pal)
Executive Engineer (West-I),
Department of Agriculture & F. W,
Agartala, West Tripura

মন্ত্রিসভার শোক

● প্রথম পাতার পর

ছিলেন। ১৯৯৫ সালে তিনি ত্রিপুরায় কর্মজীবন শুরু করেন এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) থেকে শুরু করে পুলিশ মহানির্দেশক (ডিজিপি) হিসেবে নিষ্ঠা, দক্ষতা ও সততার সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।মন্ত্রিসভা জাতীয় পর্যায়ে তাঁর অসামান্য অবদানেরও উচ্চ প্রশংসা করেছে। তিনি রাষ্ট্রসংঘের কসোভো মিশনে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও সিবিআই, ব্যুরো অব পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিপিআরঅ্যান্ডডি) এবং সিআইএসএফ এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও কর্মনিষ্ঠার স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর অনুকরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পুলিশ পদক (মেরিটোরিয়াস সার্ভিস) এবং রাষ্ট্রপতির বিশিষ্ট পুলিশ পদকে ভূষিত হন। রাজ্য ও দেশের প্রতি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে অনুরাগ ধ্যানকরের অসামান্য ও মূল্যবান অবদানের জন্য মন্ত্রিসভা গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। শোকপ্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর অকাল প্রয়াণে ত্রিপুরা একজন নিবেদিতপ্রাণ, দক্ষ, সৎ ও দূরদর্শী পুলিশ আধিকারিক এবং প্রজ্ঞাবান প্রশাসককে হারালো। তাঁর কর্মনিষ্ঠা, নেতৃত্বগুণ এবং জনসেবার প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার রাজ্যবাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।রাজ্য মন্ত্রিসভা প্রয়াত অনুরাগ ধ্যানকরের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারপরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।প্রয়াত পুলিশ মহানির্দেশক (ডিজিপি) অনুরাগ ধ্যানকরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, রাজ্য সরকার ২১ জুলাই, ২০২৬ (মঙ্গলবার) সমগ্র রাজ্যে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোকপালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ঐ দিন সারা রাজ্যে যেসব সরকারি ভবনে নিয়মিতভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়, সেসব ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। এছাড়া, ওইদিন কোনও ধরনের সরকারি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে না।

মানিক সরকার ও জিতেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

যেতে বাধা দেওয়ার প্রসঙ্গে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে বিরোধী দলনেতা বলেন, তাঁদের মরদেহের কাছে যেতে না দেওয়াই ডিজিপির মৃত্যুকে ঘিরে একাধিক গুরুতর প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। তাঁর দাবি, এই ঘটনায় মনে হচ্ছে এটি ‘স্বাভাবিক মৃত্যু নয়’ এবং ঘটনার প্রকৃত সত্য জনসমক্ষে তুলে ধরা উচিত। মানিক সরকার অভিযোগ করেন, রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে এবং মানুষের ভোটাধিকার খর্ব করা হচ্ছে। পাশাপাশি তিনি রাজ্যের কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সমালোচনা করে বলেন, বহু মানুষ কাজের অভাবে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। তাঁর বক্তব্য, যে রাজ্যে একজন পুলিশের মহাপরিচালককেও নিজের জীবন দিতে হয়, সেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে। এই পরিস্থিতির জন্য তিনি বিজেপি সরকারের শাসনব্যবস্থাকেই দায়ী করেন।অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীও অনুরাগ ধনকরের মৃত্যুকে অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অনুরাগ ধনকরের মতো সৎ, দক্ষ ও পেশাদার পুলিশ আধিকারিক রাজ্যে খুব কমই এসেছেন। তাঁর মতো একজন আধিকারিককে কেন এমন পরিণতির মুখে পড়তে হল, তা নিয়ে গভীর প্রশ্ন রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। এই ঘটনার জন্যও তিনি রাজ্যের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং শাসকদলের ভূমিকার সমালোচনা করেন।জিতেন্দ্র চৌধুরী ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়ে বলেন, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং ঘটনার নেপথ্যের সমস্ত বিষয় জনসমক্ষে আসা উচিত। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, ডিজিপির ছেলে না আসা পর্যন্ত মরদেহ সংরক্ষণ করে রাখা হোক।

এ সময় তিনি আরও অভিযোগ করেন, জেলাশাসক ড. বিশাল কুমারের নেতৃত্বে প্রশাসন মরদেহ দ্রুত ময়নাতদন্তে পাঠানোর চেষ্টা করছে। তাঁর প্রশ্ন, কেন এত তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে এবং বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের এই তৎপরতার কারণ কী? তাঁর অভিযোগ, মরদেহ নিয়ে ’লুকোচুরি’ করা হচ্ছে, যা জনমনে আরও প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে।

উল্লেখ্য, বিরোধী দলনেতা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডিজিপিকে দেখতে হাসপাতালের ভেতরে গেলে সেখানে জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার তাদেরকে বাইরে বেরিয়ে যেতে বলেন। ফলে সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই ঘটনারও তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।

বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, যে রাজ্যে পুলিশের সর্বোচ্চ পদস্থ আধিকারিকও নিরাপদ নন এবং ডিউটিরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে, সেখানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তিনি গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য সামনে আনার দাবি জানান।

উল্লেখ্য, ডিজিপি অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুর ঘটনায় এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিস্তারিতভাবে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। ঘটনার তদন্তপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানা গেলেও, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর ক্রমশ বাড়ছে। তদন্তের মাধ্যমেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং ঘটনার সমস্ত দিক স্পষ্ট হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

এসআইআরের মধ্যে স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্রের জন্য ১১টি যোগ্যতার মানদণ্ড ঘোষণা কর্নাটক সরকারের

বেঙ্গালুরু, ২০ জুলাই (আইএএনএস): নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) কর্মসূচি এবং বাসিন্দাদের পরিচয় নিয়ে চলা আলোচনার আবহে স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র (পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট বা পিআরসি) দেওয়ার জন্য ১১টি যোগ্যতার মানদণ্ড ঘোষণা করল কর্নাটক সরকার। সোমবার বেঙ্গালুরুর বিধান সৌধে বিনামূল্যে বাড়ি বাড়ি জাতি শংসাপত্র ও স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচির উদ্বোধনে এই ঘোষণা করেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজস্বমন্ত্রী ড. জি. পরমেশ্বর।

মুখ্যমন্ত্রী ডি.কে. শিবকুমারের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে পরমেশ্বর বলেন, মানুষের বারবার সরকারি দফতরে যেতে না হয়, সেই লক্ষ্যেই নাগরিকবান্ধব এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য যে ১১টি নথিকে স্বীকৃতি দিয়েছে, স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র তার অন্যতম।

রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, কর্নাটকে জন্ম, রাজ্যে অন্তত ১০ বছর ধরে বসবাস, চাকরি, বিবাহ-সহ মোট ১১টি মানদণ্ডের যে কোনও একটি পূরণ করলেই আবেদনকারী পিআরসি পাওয়ার যোগ্য হবেন।

পরমেশ্বর জানান, বৃহৎ পরিসরে জাতি শংসাপত্রও বিতরণ করা হচ্ছে। মোট প্রায় ৪.৮৫ কোটি শংসাপত্র বিতরণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ২এ, ২বি, ৩এ ও ৩বি শ্রেণির ১.৩৬ কোটি, ক্যাটাগরি-১-এর ৮৬ লক্ষ এবং তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিভুক্ত ২.৬৩ কোটি উপভোক্তা রয়েছেন।

তিনি জানান, নাগরিকরা সরকারি ওয়েবসাইট থেকে বিনামূল্যে শংসাপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। এছাড়া হোয়াটসঅ্যাপ, হবলি স্তরের সহায়তা কেন্দ্র, নাদাকাচেরি, গ্রামা ওয়ান এবং বাপুজি পরিষেবা কেন্দ্র থেকেও তা সংগ্রহ করা যাবে।

আবেদন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে। আবেদনকারীরা তহসিলদার, ডেপুটি তহসিলদার বা সাব-ডিভিশনাল অফিসারের কাছে আপিল করতে পারবেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুনরায় যাচাইয়ের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা জেলা শাসকদের (ডেপুটি কমিশনার) দেওয়া হয়েছে। পিআরসি পাওয়ার ১১টি যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে কর্নাটকে জন্মগ্রহণ, আবেদনকারীর বাবা-মায়ের অন্তত ১০ বছর রাজ্যে বসবাস, কর্নাটকে দ্বাদশ শ্রেণি বা টানা ১০ বছর পড়াশোনা, স্বামী বা স্ত্রী, বাবা-মা কিংবা আইনগত অভিভাবক রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া। এছাড়া রাজ্যে আবাসিক বা অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা, আইনগত উত্তরাধিকারী হওয়া, ভোটার তালিকায় নাম থাকা, আধার, রেশন কার্ড, রাজস্ব নথি বা অন্যান্য সরকারি নথির মাধ্যমে বসবাসের প্রমাণ, কর্নাটকে অন্তত সাত বছর সরকারি বা সরকারি সংস্থায় চাকরি করা এবং কর্নাটকের স্থায়ী বাসিন্দাকে বিয়ে করাও যোগ্যতার আওতায় থাকবে। পরমেশ্বর জানান, ইতিমধ্যেই প্রায় ৪.৮ কোটি শংসাপত্র অটল জনস্নেহী কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার ডেপুটি কমিশনারদের কাছে পাঠানো হয়েছে। জেলা প্রশাসন তহসিলদার ও অন্যান্য মাঠপর্যায়ের আধিকারিকদের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেগুলি বিতরণ করবে।তিনি বলেন, বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় এই স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং রাজ্যের সুবিধা অবৈধ অভিবাসী বা অ-বাসিন্দারা যাতে না পান, সেই উদ্বেগও দূর করতে সহায়ক হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ধর্মনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজে মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজে আজ এক মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত দক্ষিণ হুরুয়া আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির (এ.এ.এম.) এবং কলেজের ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম (এন.এস.এস.)-এর ধর্মনগর ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। শিবিরের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং তাদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

এই স্বাস্থ্য শিবিরে কলেজের মোট ৫৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীর রক্তচাপ, রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ, এইচআইভি এবং সিফিলিস পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারোর দেহেই এইচআইভি বা সিফিলিসের জীবাণু পাওয়া যায়নি। শিবিরে শিক্ষার্থীদের সুচিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য এক অভিজ্ঞ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা হাসপাতালের ১ জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক, ১ জন ফার্মাসিস্ট, ১ জন ল্যাব টেকনিশিয়ান, কমিউনিটি হেলথ অফিসার মিনতি দেববর্মা, মাল্টি পারপাস ওয়ার্কার বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২ জন আশা কর্মী এবং কলেজের ১ জন শিক্ষক। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি শিবিরে এইচআইভি/এইডস এবং সিফিলিসের মতো মারাত্মক সংক্রামক ও যৌনবাহিত রোগ প্রতিরোধ, এর লক্ষণ এবং প্রতিকার নিয়ে একটি সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং সঠিক খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্ব সম্পর্কে পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়।

বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে সব গ্রামকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য সরকার কাজ করছে: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই: রাজ্যের প্রতিটি পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে সব গ্রামকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য রাজ্য সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। আজ বিকেলে ঊনকোটি কলাক্ষেত্র অডিটোরিয়ামে বৈকুণ্ঠনাথ তারকভূষণ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত প্রাণীপালনকারী পরিবারগুলোর মধ্যে শূকরছানা বিতরণ এবং মহিলা ফুটবলারদের মধ্যে সাইকেল বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন। তিনি বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে এবং গ্রামগুলোকে স্বনির্ভর করে তুলতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি, ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে প্রতিটি জেলায় আধুনিক ক্রীড়া অবকাঠামো গড়ে তোলার কাজও এগিয়ে চলেছে।

রাজ্যপাল ঊনকোটি জেলার চা-বাগান শ্রমিকদের কল্যাণে বৈকুণ্ঠনাথ তারকভূষণ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, চা-শ্রমিক পরিবারের শিশুদের মধ্যে ফুটবলকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই এবং তাদের জন্য উন্নত জীবন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা ট্রাস্ট গ্রহণ করেছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এদিন রাজ্যপাল "ফুলো ঝানু" উদ্যোগের আওতায় বৈকুণ্ঠনাথ তারকভূষণ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত ৩০ জন মহিলা ফুটবলারের হাতে সাইকেল তুলে দেন। পাশাপাশি, তাদের পরিবারের জীবিকা নির্বাহে সহায়তার উদ্দেশ্যে শূকরছানাও বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ঊনকোটি পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন চাপলা রাণী দেবরায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্ঘ্য সাহা, পুলিশ সুপার সুধাম্বিকা আর এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বৈকুণ্ঠনাথ তারকভূষণ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সভাপতি প্রণব রায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

'আবারও ইরানে হামলা চালিয়েছি', দাবি ট্রাম্পের হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ নিয়েও বড় মন্তব্য

ওয়াশিংটন, ২০ জুলাই (আইএএনএস): মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, তিন মার্কিন সেনাসদস্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যুক্তরাষ্ট্র আবারও ইরানে হামলা চালিয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, ইরানের সামরিক সক্ষমতা কার্যত ভেঙে পড়েছে এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালীর উপর আর তেহরানের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

এয়ার ফোর্স ওয়ান থেকে নেমে হোয়াইট হাউসে ফেরার আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতায় ট্রাম্প বলেন, "ওই মহান দেশপ্রেমিকরা যুদ্ধ করছিলেন, যাতে ইরান কখনও পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হতে না পারে। তাঁদের প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই।"

তিনি আরও দাবি করেন, "ইরান সামরিকভাবে প্রায় সবকিছুই হারিয়েছে। তাদের হাতে খুব সামান্য ক্ষেপণাস্ত্র, কিছু ড্রোন এবং সীমিত উৎপাদন ক্ষমতা ছাড়া তেমন কিছু অবশিষ্ট নেই।"

ট্রাম্পের আরও দাবি, বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি করিডর হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ এখন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। তাঁর কথায়, "হরমুজ প্রণালী এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে। ইরান কোনও কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে না। আমরা আজ রাতেও তাদের ওপর কঠোর আঘাত হেনেছি এবং সেটি সম্ভবত নিহত তিন মার্কিন দেশপ্রেমিকের সম্মানেই করা হয়েছে।"

তবে নিহত সেনাসদস্যদের পরিচয় বা তাঁদের মৃত্যুর পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি কোনও বিস্তারিত তথ্য দেননি।

এদিন ট্রাম্প কাতারের উপহারে পাওয়া একটি বিমান, যা ভবিষ্যতে এয়ার ফোর্স ওয়ান হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে, তার প্রতিরক্ষা সক্ষমতা নিয়েও মন্তব্য করেন। তিনি জানান, বিমানটিতে ইতিমধ্যেই উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে এবং আগামী এক মাসের মধ্যে সেটিকে আরও অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে সজ্জিত করা হবে।

এছাড়া কানাডার দাবানলের ধোঁয়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের বিষয়েও কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির সঙ্গে কথা হয়েছে বলে জানান ট্রাম্প। তিনি বলেন, এই ধোঁয়া যুক্তরাষ্ট্রের বায়ুদূষণ বাড়াচ্ছে। প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করবে, তবে ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ বা শুল্ক আরোপের বিষয়েও মন্তব্য করেন তিনি।

স্পেনের বিশ্বকাপ জয়ের পর দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ট্রাম্প বলেন, "স্পেনের সঙ্গে বা অন্য কারও সঙ্গে আমার কোনও উত্তেজনা নেই।"উল্লেখ্য, পারস্য উপসাগরকে ওমান উপসাগর ও আরব সাগরের সঙ্গে যুক্ত করা হরমুজ প্রণালী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহণ পথ। বিশ্বের উল্লেখযোগ্য অংশের অপরিশোধিত তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) এই পথ দিয়েই পরিবাহিত হয়। ফলে এই অঞ্চলে সামরিক সংঘাত বা উত্তেজনা বিশ্ব জ্বালানি বাজারে প্রভাব ফেলতে পারে এবং ভারতের মতো তেল আমদানিনির্ভর দেশগুলির অর্থনীতিতেও তার প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে।

ভারত-মলদোভা সহযোগিতা আরও জোরদারে বৈঠক রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও মাইয়া সান্দুর

চিসিনাউ, ২০ জুলাই (আইএএনএস): ভারত ও মলদোভার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সোমবার চিসিনাউয়ের প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে বৈঠক করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং মলদোভার প্রেসিডেন্ট মাইয়া সান্দু। বৈঠকে দুই দেশের সামগ্রিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পর্যালোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও গভীর করার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের পশ্চিম বিভাগের সচিব সিবি জর্জ-সহ দুই দেশের শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা এবং গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রপতির সচিবালয় এক্স (সাবেক টুইটার)-এ জানিয়েছে, মলদোভার প্রেসিডেন্ট মাইয়া সান্দু রাষ্ট্রপতি মুর্মুকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও ভবিষ্যতমুখী আলোচনা হয়েছে, যেখানে ভারত-মলদোভা অংশীদারিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় হয়।

চড়িলামে বাইক ও সাইকেলের সংঘর্ষে গুরুতর আহত তিনজন, সংকটজনক এক বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ জুলাই: সিপাহিজলা জেলার চড়িলাম বাজার সংলগ্ন এলাকায় সোমবার একটি মোটরসাইকেল ও সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন গুরুতর আহত হন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার চড়িলাম হাট থেকে বাজার সেরে বাড়ি ফেরার পথে এই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন বাবা-ছেলে এবং মোটরসাইকেল আরোহী। আহতরা হলেন গোবিন্দ সরকার (৩৫), দীপেন্দ্র দেবনাথ (৬০) এবং পরিতোষ দেবনাথ (৩৭)। তাঁদের সকলের বাড়িই চড়িলাম এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা দুর্ঘটনার পর দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে রাস্তার পাশে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান এবং বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তিনজনকেই আগরতলার গোবিন্দ বল্লভ (জিবিপি) হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহতদের মধ্যে দীপেন্দ্র দেবনাথের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। অন্য দুই আহতেরও চিকিৎসা চলছে। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বহু বছর ধরে বেহাল ছৈলেংটা-বলপিয়ে আদাম গ্রামের প্রধান সড়ক, পরিদর্শনে এমডিসি

আগরতলা, ২০ জুলাই: দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে ছৈলেংটা বলপিয়ে আদাম গ্রামের প্রধান সড়ক। বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও মেলেনি স্থায়ী সমাধান। ফলে সরকারি সহায়তা না পেয়ে নিজেদের উদ্যোগে ও অর্থ ব্যয়ে বছরের পর বছর রাস্তা সংস্কার করে আসছেন গ্রামবাসীরা। অবশেষে বৃহস্পতিবার এলাকাটি পরিদর্শন করেন এমডিসি হলিউদ চাকমা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ২০১৮ সালে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকেই উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়কের দুরবস্থা কাটেনি। ২০২০-২১ সাল থেকে একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দফতর ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হলেও আজ পর্যন্ত কোনো স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

গ্রামবাসীদের দাবি, প্রতি বছর বর্ষা নামলেই রাস্তার অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। কাদায় ভরে যায় পুরো রাস্তা। মোটরসাইকেল চলাচল তো দূরের কথা, সাধারণ মানুষের পক্ষে পায়ে হেঁটেও যাতায়াত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। এর ফলে স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, রোগী, কৃষকসহ প্রতিদিন যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হয়।

সরকারি উদ্যোগ না থাকায় বাধ্য হয়ে প্রতি বছর নিজেদের শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে রাস্তা চলাচলের উপযোগী করার চেষ্টা করেন গ্রামের মানুষ। কিন্তু বর্ষার এক-দু"দিনের বৃষ্টিতেই সেই অস্থায়ী সংস্কার ভেস্তে যায়। ফলে বছরের পর বছর একই দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে।

গ্রামবাসীদের দুর্দশার খবর পেয়ে এদিন এমডিসি হলিউদ চাকমা দলীয় কর্মী ও স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি রাস্তার বেহাল অবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যার কথা শোনেন। দ্রুত সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন তিনি। এমডিসির আশ্বাসে আপাতত কিছুটা আশার আলো দেখছেন গ্রামবাসীরা। তবে দীর্ঘদিনের এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান কবে হবে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার মানুষ।

তৃণমূল স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবায় প্রযুক্তির ছোঁয়া, তেলিয়ামুড়ায় ১৮০ আশাকর্মীর হাতে স্মার্টফোন

তেলিয়ামুড়া, ২০ জুলাই: গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও আধুনিক, গতিশীল ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিল জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ও রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত আশাকর্মী ও আশা ফেসিলেটরদের কাজ আরও সহজ ও কার্যকর করতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের অধীনস্থ ১৮০ জন আশাকর্মী ও আশা ফেসিলেটরের হাতে তুলে দেওয়া হল স্মার্টফোন। সোমবার তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই স্মার্টফোন বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন দীপা দেব, ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. বিপাশা দেববর্মা, হাসপাতালের এসডিপিএম অভিজিৎ সরকার, তেলিয়ামুড়ার বিডিও বিপ্লব আচার্য্য সহ স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে আশাকর্মী ও আশা ফেসিলেটরদের হাতে স্মার্টফোন তুলে দেন মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, গ্রামীণ এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আশাকর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের হাতে স্মার্টফোন দেওয়ার ফলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য দ্রুত আদান-প্রদান, সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য দ্রুত দফতরে পাঠানো আরও সহজ হবে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান যুগে প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া দ্রুত ও কার্যকর পরিষেবা প্রদান সম্ভব নয়। আশাকর্মীদের হাতে স্মার্টফোন তুলে দেওয়ার এই উদ্যোগের ফলে তৃণমূল স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও শক্তিশালী ও সুসংহত হবে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, আশাকর্মীরা প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে কাজ করেন। বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলা, শিশু, প্রবীণ নাগরিক এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্মার্টফোন ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁদের কাজ আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও কার্যকর হবে। এদিনের স্মার্টফোন বিতরণ কর্মসূচিকে ঘিরে আশাকর্মী ও আশা ফেসিলেটরদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে তেলিয়ামুড়া মহকুমার গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবায় আগামী দিনে আরও গতি আসবে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস ইস্যুতে সরব যুব সমাজ, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি

আগরতলা, ২০ জুলাই: নীট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আজ আগরতলার সার্কিট হাউস এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন একদল যুবক-যুবতী। বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক ভর্তি ও নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা দেশের লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র সরকার এবং শিক্ষা মন্ত্রকের জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি জানান তাঁরা। এদিন বিক্ষোভকারীরা হাতে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে সার্কিট হাউস এলাকায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। তাঁদের স্লোগানে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি উঠে আসে।

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি ছাত্র-যুব সমাজের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাগুলির সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ারও দাবি জানান তাঁরা।

বিলোনিয়ায় ঐতিহ্যবাহী চৌদ্দ দেবতা আশ্রমের ৩০তম বাৎসরিক উৎসবের সূচনা, তিন দিনব্যাপী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২০ জুলাই: ভক্তি, আধ্যাত্মিকতা ও সাংস্কৃতিক আবহে মুখরিত হয়ে উঠেছে বিলোনিয়ার ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের অন্তর্গত সুভাষনগর পঞ্চায়েত এলাকা। সোমবার ঐতিহ্যবাহী চৌদ্দ দেবতা আশ্রমের ৩০তম বাৎসরিক উৎসব ও ভক্ত মিলন অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে।

উৎসবের উদ্বোধন করেন এলাকার বিধায়ক দীপঙ্কর সেন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন তিনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নিতাই চরণ মজুমদার, এলাকার প্রধান শংকরী সরকার-সহ আশ্রম পরিচালন কমিটির সদস্য এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উৎসব উপলক্ষে আশ্রম প্রাঙ্গণে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ভক্তিমূলক সঙ্গীত এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনার আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়, যা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে।

উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিন দিনব্যাপী এই উৎসব চলাকালীন প্রতিদিন বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, পূজা, নামসংকীর্তন এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন থাকবে। ইতিমধ্যেই আশ্রম প্রাঙ্গণে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আগামী ২৩ জুলাই (৬ শ্রাবণ) উৎসবের সমাপনী দিনে মহাপ্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে। ওইদিন এলাকার সর্বস্তরের মানুষ ও ভক্তদের উপস্থিত থাকার জন্য উৎসব পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি উৎসবকে সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করতে সকলের সহযোগিতাও কামনা করেছেন আয়োজকরা।

টেক্সটাইল ফর গ্লোবাল মার্কেটস: উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই: হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের উদ্যোগে "টেক্সটাইল ফর গ্লোবাল মার্কেটস" শীর্ষক উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক আলোচনাচক্র ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। হস্ততাঁত ও হস্তকারু, রেশমশিল্পের সাথে যুক্তদের উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও তাঁদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার সাথে সাযুজ্য রেখে উৎপাদন করা ইত্যাদি বিষয়ে কৌশলগত রূপরেখা তৈরি করার লক্ষ্যে আয়োজিত এই আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, বিধায়ক জহর চক্রবর্তী, বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথ, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপারসন মিতালী রানী দাস সেন, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য জয়জিৎ শর্মা, যুবরাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অপর্ণা সিনহা দেবনাথ, রেশম শিল্প দপ্তরের অধিকর্তা অজিত শুক্ল দাস, উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক বিজয় সিনহা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ বলেন, তাঁত শিল্প ও রেশম শিল্পে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী স্থানীয় বাজারে সীমাবদ্ধ না রেখে আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। অনুষ্ঠানের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক জহর চক্রবর্তী বলেন, তাঁত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এই সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বাজারে চাহিদা রয়েছে। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই শিল্পের সাথে যারা যুক্ত রয়েছেন তারা স্বনির্ভর হতে পারবেন। বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এই শিল্পের সাথে যুক্তদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশন শিল্প দপ্তরের অধিকর্তা অজিত শুক্ল দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক বিজয় সিনহা। আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করে তাদের মতামত ও বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন এই শিল্পের সাথে যুক্ত চাষিগণ। দপ্তরের অধিকর্তা চাষীদের কথা শুনেন এবং কিভাবে তা সমাধান করা যায় তার রূপরেখা তুলে ধরেন।

তেলিয়ামুড়ায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই: তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদ ও তেলিয়ামুড়া ব্লকের যৌথ উদ্যোগে এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহযোগিতায় আজ তেলিয়ামুড়ার চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপা দেব, ভাইস-চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর, তেলিয়ামুড়া ব্লক অ্যাডভাইজরি কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান প্রসন্ন হরি জমাতিয়া, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ভাইস-চেয়ারপার্সন মধুসূদন রায় এবং পুর পরিষদের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অচিন্ত্য ভট্টাচার্য। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া ব্লকের বিডিও বিপ্লব আচার্য, তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক দুলাল দেববর্মা, বিদ্যালয় পরিদর্শক বিশ্বজিৎ দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নন্দন রায়-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় অনুষ্ঠানের সূচনা করে বলেন, আগামী দিনের উন্নত সমাজ, বিকশিত ভারত ও বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে তাঁদের জ্ঞান, মেধা ও সৃজনশীলতাকে দেশের কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের সততা, শৃঙ্খলা, মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ডেপুটি সিইও প্রদীপ কুমার সরকার।

সভাপতির বক্তব্যে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন, আদর্শ ও জাতীয় জীবনে তাঁর অবদানের ওপর আলোকপাত করেন। এছাড়াও উপস্থিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন। তেলিয়ামুড়া বিধানসভা এলাকার ২০২৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বোর্ড পরীক্ষায় ৭০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বরপ্রাপ্ত ২৭০ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে শংসাপত্র, স্মারক দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়।

বিলোনিয়ায় সিপিআই(এম)-এর প্রতিবাদ

● আটের পাতার পর

গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে মিছিলটি মফিজ মিঞা কর্নার হয়ে এক নম্বর টিলা এলাকায় পৌঁছে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ সভা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাম নেতারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং বিভিন্ন শিক্ষা-সংক্রান্ত ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেন। পাশাপাশি শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার, কর্মসংস্থান, মজুরি এবং জনস্বার্থমূলক বিভিন্ন দাবিকে তুলে ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ আনেন। বক্তারা দাবি করেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে।

এদিনের কর্মসূচিতে সিআইটিইউ-সহ বামপন্থী বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন। মিছিল ও সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক বিজয় তিলক, দক্ষিণ জেলা সম্পাদক তাপস দে, প্রবীণ বাম নেতা বাসুদেব মজুমদার, শ্রমিক সংগঠনের নেতা আশীষ দত্ত ও ত্রিলোকেশ সিনহা, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, ছাত্র-যুব সংগঠনের নেতা মধুসূদন দত্ত, রিপু সাহা, সমীর নন্দী, গৌতম সেন-সহ বামপন্থী বিভিন্ন গণসংগঠনের একাধিক নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থক।

কৈলাসহরে মহিলা ফুটবলারদের হাতে সাইকেল প্রদান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা , ২০ জুলাই।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে মহিলা ফুটবল এবং গ্রামীণ জীবিকার উন্নয়নকে একসঙ্গে এগিয়ে নেওয়ার ব্যতিক্রমী উদ্যোগের সাক্ষী থাকল সোমবার।বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ''ফুলো ঝানু'' মহিলা ফুটবল ক্লাবের ৩০ জন ফুটবলারের হাতে বিনামূল্যে সাইকেল এবং তাঁদের ৩০ জন অভিভাবকের হাতে শূকরছানা তুলে দেয় দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা নাল্লু রেড্ডি।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের সভাপতি প্রণব রায়,স্থানীয় বিধায়ক বিরজিত সিনহা, কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারম্যান চপলা রানি দেবরায়, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্ঘ্য সাহা, পুলিশ সুপার সুধান্বিকা আর-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।''ফুলো ঝানু'' মহিলা ফুটবল ক্লাবটি বর্তমানে ত্রিপুরার অন্যতম বৃহৎ নারী ফুটবল সংগঠন। অনূর্ধ-১০ থেকে সিনিয়র বিভাগ পর্যন্ত মোট ১০টি দল নিয়ে ক্লাবটিতে ১৪০ জন নারী ফুটবলার নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই ১৪০ জন ফুটবলারের প্রত্যেকেই চা-বাগান শ্রমিক পরিবারের সদস্য। ট্রাস্টের উদ্যোগে সারা বছর নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তারা রাজ্যের বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।ট্রাস্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অধিকাংশ ফুটবলারের বাড়ি প্রশিক্ষণ মাঠ থেকে অনেক দূরে হওয়ায় প্রতিদিন মাঠে পৌঁছাতে তাঁদের যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে নিয়মিত যাতায়াতের খরচ বহন করাও অনেক পরিবারের পক্ষে কঠিন। সেই সমস্যা দূর করতেই প্রথম পর্যায়ে ৩০ জন খেলোয়াড়কে সাইকেল দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা সহজে ও সময়মতো অনুশীলনে অংশ নিতে পারে।একই সঙ্গে চা-বাগান শ্রমিক পরিবারের আর্থিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেও নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ৩০ জন অভিভাবকের হাতে শূকরছানা তুলে দেওয়া হয়, যাতে চা-বাগানের কাজের পাশাপাশি পশুপালনের মাধ্যমে তাঁদের অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ তৈরি হয়।ট্রাস্টের সভাপতি প্রণব রায় জানান, এটি প্রথম পর্যায়ের উদ্যোগ। ধাপে ধাপে ক্লাবের বাকি খেলোয়াড় এবং তাঁদের পরিবারকেও একই ধরনের সহায়তা দেওয়া হবে।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক বিরজিত সিনহা বলেন, রাজ্যের চা-বাগান শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এখনও অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আরও কার্যকর সরকারি উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।অন্যদিকে, রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা নাল্লু রেড্ডি এই ধরনের সমাজমুখী ও ক্রীড়াবান্ধব উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, নারী খেলোয়াড়দের ক্ষমতায়ন এবং প্রান্তিক পরিবারের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ ধরনের কর্মসূচি সমাজের জন্য অনুকরণীয় উদাহরণ।

'সর্বস্ব দিয়েছি মাঠে, দ্বিতীয় হওয়াও শিখতে হয়', হেরেও গর্বিত আর্জেন্টিনার কোচ, কথা বললেন মেসিকে নিয়েও

কোচ হিসাবে টানা দ্বিতীয় বার বিশ্বকাপ জেতা হল না লিয়োনেল স্কালোনির। কাতারে বিশ্বকাপ জিতলেও নিউ জার্সিতে স্পেনের কাছে হেরে অধরাই থাকল স্বপ্ন। তবে আশাহত হলেও পুরোপুরি আহত নন স্কালোনি। তাঁর মতে, এই পর্যায়ে দ্বিতীয় হওয়াটাও গর্বের বিষয়। জানিয়েছেন, রবিবার মাঠে তাঁরা সর্বস্ব নিংড়ে দিয়েছেন। তিনি নিজের ভবিষ্যৎ এবং লিয়োনেল মেসিকে নিয়েও কথা বলেছেন।

ম্যাচের পর স্কালোনি বলেছেন, "আমার খুব দুঃখ হচ্ছে। মাঠে সর্বস্ব নিংড়ে দিয়েছি আমরা। যারা আরও এক বার দেশকে ফাইনালে তুলেছি তাদের সকলকে অভিনন্দন। ওরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছে। আমরা জিতলেও দারুণ দল ছিলাম। হারলেও দারুণ দল থাকব।"

স্কালোনির সংযোজন, "ধন্যবাদ ফুটবলার, সমর্থক, দেশবাসীকে। আমরা সর্বস্ব দিয়েছি। জয়ের আগুন নিয়ে বিশ্বকাপে খেলতে এসেছিলাম। আজকের মতো যদি নিজেদের পুরোটা নিংড়ে দেওয়া যায় মাঠে, তা হলে তার চেয়ে গর্বের আর কিছু হয় না। হারলে আবার ঘুরে দাঁড়ানো শিখতে হয়। আর কোনও রাস্তা নেই।"

যারা দ্বিতীয় হয়, তাদের কি কেউ আদৌ মনে রাখে? স্কালোনির সপাটে জবাব, "অবশ্যই। আমি তো মনে রাখি। অনেক কষ্ট করতে হয়েছে এই জায়গায় আসার জন্য। আমরা জিততেই নেমেছিলাম। স্বাভাবিক ভাবেই সকলে হতাশ। কিন্তু মাঠে নেমে সব কিছু দেওয়ার পরেও জয় না পেলে অতটাও ভেঙে পড়ার কিছু নেই।"দেশের জার্সি গায়ে শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন মেসি? স্কালোনি বলেছেন, "এখন ওর ৩৯ বছর বয়স। অবিশ্বাস্য। ওর থেকে আমি নতুন কিছু আর বার করতে পারব না। আমি আগেও বলেছিলাম। আজও বলছি। মেসি যত দিন চায় খেলে যেতে পারে। সব সমর্থক, সতীর্থেরা ওর পাশে থাকবে। আমি নিশ্চিত প্রত্যেকে ওকে নিয়ে গর্বিত। ও যা অর্জন করেছে, নিঃসন্দেহে বিশ্বের সর্বকালের সেরা ফুটবলার।"

পরে সাংবাদিক বৈঠকে এসে স্কালোনি বলেন, "এ রকম একটা প্রতিযোগিতা জেতার পর রানার্স-আপ হওয়াতেও যে আলাদা আনন্দ রয়েছে সেটা মানুষকে বোঝানো মুশকিল। এটাও একটা সাফল্য। আমি দেখতে পাচ্ছি যে লোকে জানে আমরা কী অর্জন করেছি এবং কী ভাবে করেছি। আমি লকার রুমে প্রচণ্ড কেঁদেছি। তাই হয়তো এখন চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে না। কিন্তু এই দলকে নিয়ে গর্ব বোধ করছি। ওরা প্রত্যেকে এক একজন যোদ্ধা। অসাধারণ একটা দলের বিরুদ্ধে খেলেছি। এতটা ভাল দলের সঙ্গে খেলতে পারাও গর্বের ব্যাপার।"

সাংবাদিক বৈঠকের শেষের দিকে কাঁদতে শুরু করেন স্কালোনি। ভবিষ্যতের কথা বলতে গিয়ে ইঙ্গিত দেন, আর্জেন্টিনার কোচ হিসাবে তাঁর সময় হয়তো শেষ। তিনি বলেন, "সত্যি বলতে, আমি এখনও মেসির সঙ্গে কথা বলিনি। সভাপতির সঙ্গে কথা বলতে হবে। কী করতে চাই সে ব্যাপারে আমার ধারণা রয়েছে। আপাতত চুক্তির পুরোটাই থাকতে চাই (শেষ হচ্ছে ডিসেম্বরে)। তার পর দেখতে হবে কী করা যায়। এত বড় কিছু আর অর্জন করতে পারব কি না জানি না। আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য সভাপতিকে ধন্যবাদ।"

শেষটা সুখের হল না। আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জিতিয়ে শেষ করতে পারলেন না লিয়োনেল মেসি। চার বছর আগে বিশ্বকাপ জিতে কেঁদেছিলেন। এ বার ফাইনালে উঠে অনেক ক্ষণ চেষ্টা করেছিলেন নিজের আবেগ ধরে রাখতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না। কেঁদে ফেললেন।ফাইনালে হতাশ করলেন মেসি। মনে রাখার মতো কিছু করতে পারেননি। শেষ মুহূর্তে একটি শট ও কর্নার থেকে কয়েকটি সুযোগ তৈরি করা ছাড়া। গোটা ম্যাচে তাঁকে আটকে রাখল স্পেনের রক্ষণ। হেরে মাঠ ছাড়তে হল লিয়োকে।

চার বছর আগে কাতারে বিশ্বকাপ জিতে কেঁদেছিলেন। স্বপ্ন পূরণের পর আবেগ ধরে রাখতে পারেননি। প্রথম বার বিশ্বজয়ের আনন্দে চোখের জল বেরিয়েছিল। কিন্তু এ বার অনেক পরিণত তিনি। ট্রফির স্বাদ পেয়ে গিয়েছেন। সেই জন্যই হয়তো শুরুতে নির্লিপ্ত দেখাচ্ছিল মেসিকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না।রেফারি শেষ বাঁশি বাজানোর পর কিছু ক্ষণ মাঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কোমরে হাত দিয়ে চার দিকে তাকাচ্ছিলেন। মাঠে আর্জেন্টিনার সমর্থকেরাই বেশি ছিলেন। তাঁদের দেখছিলেন হয়তো। কয়েক জন সতীর্থ জড়িয়ে ধরলেন। তার পর হাত, পা ছড়িয়ে মাঠেই বসে পড়লেন লিয়ো।এগিয়ে এলেন লামিন ইয়ামালের। ফাইনালের আগে যে দু'জনের লড়াইয়ের কথা হচ্ছিল। এই ম্যাচে মেসিকে ছাপিয়ে গিয়েছেন ইয়ামাল। কিন্তু শেষ বেলায় মেসিকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিলেন তিনি। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন মেসি। সতীর্থদের সঙ্গে মাঠে ঘুরলেন। সমর্থকদের ধন্যবাদ জানালেন। তার পর পুরস্কার মঞ্চের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

মেসিকে দেখে মনে হচ্ছিল, যত তাড়াতাড়ি সাজঘরে ফিরতে পারবেন তত ভাল। মাঠে থাকতেও আর ইচ্ছা করছিল না তাঁর। কিন্তু তখনই মেসির নামে জয়ধ্বনি উঠল মাঠে। সমর্থকেরা তাঁদের প্রিয় তারকাকে ধন্যবাদ জানালেন। সেই জয়ধ্বনি শুনে আর আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না মেসি। কেঁদে ফেললেন। তবে কি কান্না দিয়েই তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শেষ হল?

এর পর যে আর মেসি বিশ্বকাপ খেলবেন না তা পরিষ্কার। কিন্তু আর্জেন্টিনার জার্সিতে কি আর দেখা যাবে তাঁকে? হয়তো না। এই বিশ্বকাপ খেলার জন্যই তিনি ছিলেন। শেষ বার দেশকে জেতানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারলেন না। কান্না দিয়েই শেষ হল তাঁর বিশ্বকাপ। সম্ভবত আন্তর্জাতিক কেরিয়ারও। কাঁদতে কাঁদতেই মাথা নিচু করে টানেল দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

প্রথম প্রো-কাবাডি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ধর্মনগরের সংবাদ উত্তরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। চ্যাম্পিয়ন হলো ধর্মনগর মহকুমার সংবাদ উত্তরা। উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনাল ম্যাচে সংবাদ উত্তরা পরাজিত করে কমলপুরের আর্মি লাভার্স কে। রাজ্য কাবাডি সংস্থা আয়োজিত প্রথম বর্ষ ত্রিপুরা প্রো কাবাডি লিগ প্রতিযোগিতায়। দুদিন ব্যাপী প্রতিযোগিতা শেষ হয় রবিবার গভীর রাতে। নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাবাডি হল ঘরে অনুষ্ঠিত হয় ওই আসর। রবিবার রাতে ফাইনাল ম্যাচে সংবাদ উত্তরা ৫২-২৮ পয়েন্টে পরাজিত করে আর্মি লাভার্স দলকে।পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসপি প্রকোরমেন্ট মানিক লাল দাস, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায় এবং পশ্চিম জেলা ক্রীড়া দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা শান্তনু সূত্রধর। আসরের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দলকে সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজমানি বাবদ দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে ১০ এবং ৫ হাজার টাকা। আসর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজ্য সচিব হোলু পাল। তিনি জানান, প্রতিবছরই ওই আসর করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। লক্ষ্য থাকবে এই আসরের মধ্য দিয়ে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বের করে আনা। রাজ্য সংস্থার কর্তাদের নতুন ওই উদ্যোগের ভুয়সী প্রশংসা করেন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথীরা। প্রসঙ্গত: প্রথম বর্ষ এই আসরে অংশ নিয়েছিল আটটি দল।

৮ গোল, ৪ অ্যাসিস্ট, পাঁচ বার ম্যাচের সেরা, তবু মেসি পেলেন না সোনার বল ! রদ্রিকে সেরার পুরস্কার দিতেই শুরু বিতর্ক

বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেলেও বিতর্ক থামার নাম নেই। এ বার বিতর্ক শুরু হয়েছে সোনার বল নিয়ে। চলতি বিশ্বকাপে আটটি গোল করেছেন মেসি। করিয়েছেন চারটি গোল। আট ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে হয়েছেন সেরা। তাই ফাইনালে স্পেনের কাছে আর্জেন্টিনার হারের পরেও অনেকে ভেবেছিলেন, সোনার বল জিতবেন মেসি। কিন্তু তাঁর বদলে স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রদ্রিকে সেই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তার পরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

বিশ্বকাপের সোনার বলের জন্য রদ্রির নাম ঘোষণা হতেই গ্যালারিতে থাকা আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা মেসির নামে জয়ধ্বনি শুরু করেন। তা দেখে কেঁদে ফেলেন মেসি। কিন্তু সেই জয়ধ্বনি যে ফিফার এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ, তা বুঝতে পারা যাচ্ছিল। তা হলে কেন রদ্রিকে সোনার বল দেওয়া হল? ফিফার এই সিদ্ধান্ত কি সত্যিই ভুল?

৩৯ বছর বয়সেও এই আর্জেন্টিনা দলকে চালিয়েছেন মেসি। ম্যাচের পর ম্যাচ দলকে জিতিয়েছেন। ২০২২ সালেও পাঁচটি ম্যাচে সেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন। এ বারও পেয়েছেন। ২০২২ সালে সাতটি গোল করেছিলেন তিনি। এ বার করেছেন একটি বেশি। ফলে মেসির জন্য যাঁরা গলা ফাটাচ্ছেন, তাঁদের কথার যুক্তি অবশ্যই রয়েছে।

সেই তালিকায় পড়েন দুই প্রাক্তন ফুটবলার জাটান ইব্রাহিমোভিচ ও আঙ্খেল দি মারিয়া। ইব্রাহিমোভিচ বলেছেন, "সোনার বল জেতার জন্য মেসিকে আর কী করতে হত? আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না, কোন যুক্তিতে এই পুরস্কার দেওয়া হল। ২০১৮ সালে ক্রোয়েশিয়া হারলেও লুকা মদ্রিচ সোনার বল জিতেছিল। তা হলে মেসি কেন পেল না?"

আর এক ধাপ উঠে সরাসরি ফিফার দিকে আঙুল তুলেছেন দি মারিয়া। তিনি বলেছেন, "আমি প্রায় দুই দশক ধরে মেসির সঙ্গে সাজঘর ভাগ করে নিয়েছি। আমার বলতে দ্বিধা নেই, ফিফা সবচেয়ে অপমানজনক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই সোনার বল মেসিরই প্রাপ্য।"

ইব্রা ও দি মারিয়া মেসির পাশে দাঁড়ালেও রদ্রির পক্ষেও যুক্তি রয়েছে। স্পেনের বিশ্বজয়ের প্রধান কারিগর রদ্রি। আটটি ম্যাচেই শুরু থেকে দলের নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে ছিল। বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পাস এ বার খেলেছেন রদ্রি। যেমন রক্ষণে সাহায্য করেছেন, তেমনই তাঁর পায়েই তৈরি হয়েছে আক্রমণ। হতে পারে তিনি কোনও গোল করতে পারেনি। অ্যাসিস্টও করেননি। এমনকি, ফাইনালে তিনি উঠে যাওয়ার পরেই দলের জয়সূচক গোল এসেছে। একটি ম্যাচে সেরার পুরস্কার পেয়েছেন। তাতে কিন্তু রদ্রির কৃতিত্ব কমে যায় না।

বিশ্বকাপে যে শুধুমাত্র বেশি গোল ও অ্যাসিস্ট করলেই সোনার বল জেতা যায় তা নয়, ফিফার টেকনিক্যাল কমিটি দেখে, গোটা প্রতিযোগিতায় কে সবচেয়ে ভাল খেলেছেন। সেই কারণেই ২০০২ সালে জার্মানি রানার্স হওয়ার পরেও তাদের গোলরক্ষক অলিভার কান সোনার বল জিতেছিলেন। ২০০৬ সালে জিতেছিলেন ইটালির অধিনায়ক তথা ডিফেন্ডার কানাভারো। অর্থাৎ, এই আগে ডিফেন্ডার ও গোলরক্ষকও সোনার বল জিতেছেন। তাই রদ্রির এই পুরস্কার জেতার নেপথ্যে যুক্তি রয়েছে।

তবে তার পরেও বিতর্ক থামছে না। বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সোনার বল মেসিই জিতেছেন। ২০১৪ ও ২০২২ সালে প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার হয়েছেন তিনি। এ বার আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিততে পারলে হয়তো আরও এক বার সেই পুরস্কার তিনি পেতেন। কিন্তু রদ্রি যে ভাবে গোটা প্রতিযোগিতা ধরে সফল ভাবে একটি চ্যাম্পিয়ন দলকে চালিয়েছেন, সেই দক্ষতার কারণেই তাঁকে বিশ্বকাপের সেরা ফুটবলার বেছে নিয়েছে ফিফা।

ম্যাচের মাঝে লাল কার্ড দেখেছিলেন এঞ্জো ফের্নান্দেজ। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের কাছে হারের পর জোড়া লাল কার্ডের কালি লাগল আর্জেন্টিনার গায়ে। খেলা শেষে লাল কার্ড দেখলেন মেসিদের দলের আরও এক ফুটবলার।

রেফারি শেষ বাঁশি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গেই ঝামেলা শুরু হয়। স্পেনের কয়েক জন ফুটবলার আনন্দে উৎসব করতে শুরু করেন। আর্জেন্টিনার কয়েক জন হতাশ হয়ে শুয়ে পড়েন। মাঠের মাঝখানে দু'দলের ফুটবলারদের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। প্রথমে একে অপরের প্রতি গালিগালাজ ছিল। এর পর ফুটবলারেরা হাতাহাতি এবং ধাক্কাধাক্কিতে জড়িয়ে পড়েন। ঝামেলায় মুখ্য চরিত্র ছিলেন আর্জেন্টিনার লিয়ান্দ্রো পারেদেস। মাঠে নামার পর থেকেই তিনি শারীরিক ফুটবল খেলছিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে হলুদ কার্ডও দেখেছিলেন। ম্যাচের পর সকলের আগে তিনি স্পেনের এরিক গার্সিয়ার সঙ্গে ঝামেলা করেন। গার্সিয়ার গলা চেপে ধরেন। এর পর ঝামেলা করেন গাভির সঙ্গে। গাভিকে ঠেলে ফেলে দেন মাঠে। তার পরেই পারেদেসকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। খেলা শেষ হয়ে যাওয়ায় সে দিকে লক্ষ্য ছিল না সকলের। লাল কার্ড দেখার অর্থ, এঞ্জোর মতো পারেদেসও আর্জেন্টিনার হয়ে পরবর্তী ম্যাচ খেলতে পারবেন না।

ঘটনা দেখে দু'দলের একাধিক সাপোর্ট স্টাফ দৌড়ে আসেন। তাঁরা ঝামেলা মেটানোর চেষ্টা করতে থাকেন। আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনিও এগিয়ে এসে নিজের দলের ফুটবলারদের সরিয়ে নিয়ে যান। তার আগে গার্সিয়ার সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় তাঁর। মেজাজও হারাতে দেখা যায়। ঠান্ডা মাথার মানুষ হিসাবে পরিচিত স্কালোনিকে অতীতে এমন রূপে দেখা যায়নি।

ঝামেলা করেছেন আর্জেন্টিনার নিকোলাস ওটামেন্ডিও। তাঁর সঙ্গে স্পেনের অধিনায়ক রদ্রির তর্কাতর্কি হয়। তবে মৌখিক ঝামেলাতেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। হাতাহাতিতে গড়ায়নি।

ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো বিবেকানন্দ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। ঘুরে দাঁড়ালো বিবেকানন্দ ক্লাব। শেষ ম্যাচে পয়েন্ট ভাগ করার পর খেতারের লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে জয় ছাড়া বিকল্প কোনও পথ ছিল না বিবেকানন্দ ক্লাবের সামনে। সেই কথাকে মাথায় রেখে এই দিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই আক্রমণে ঝড় তুলেন বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবলাররা। আর তাতে আসে প্রত্যাশিত জয়। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন এর বিরুদ্ধে। ফলাফল ৪-১। বিজয় দলের লাল ভেঙ্গা ডারলং জোড়া গোল করেন। আসরের তৃতীয় ম্যাচ খেলে দুটিতে জয় পেয়ে ৫ পয়েন্ট নিয়ে লড়াই রইলো নারায়ণ দেবনাথের বিবেকানন্দ ক্লাব। সোমবার ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমাত্মক ফুটবল খেলতে থাকেন বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবলাররা। ফুটবল প্রেমীরা তখনও ঠিকভাবে মাঠে ঢুকতে পারেননি। আক্রমণে গিয়ে গোল পেয়ে যায় বিবেকানন্দ ক্লাব। ম্যাচের বয়স মাত্র দুই মিনিট। লাল ভেঙ্গা ডারলং দুরন্ত গতিতে বল নিয়ে বিপক্ষের বক্সে ঢুকে এগিয়ে দেন বিবেকানন্দ ক্লাব। শুরুতেই গোল পেয়ে যাওয়ায় দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণের গতি আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেন বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবলাররা। কিন্তু প্রথমার্ধে আর বিপক্ষের জাল নাড়াতে পারেননি। ৬২ মিনিটে অনন্ত লাল জমাতিয়া সমতা ফেরান। সমতা ফিরতেই ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে ম্যাচের লাগাম নিজেদের হাতে তুলে নেন বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবলাররা। ৬৭ মিনিটে কাউন্টার অ্যাটাকে গিয়ে দীনেশ জমাতিয়া এগিয়ে দেন বিবেকানন্দ ক্লাবকে। খেলা শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের পক্ষে তৃতীয় গোলটি করেন লাল ভেঙ্গা ডারলং। ইনজুরির স্টিফেন লাল রুওয়াত ফেলা গোল করে ব্যবধান বাড়ান। খেলা পরিচালনা করেন সুকান্ত দত্ত।

বীরেন্দ্র ক্লাবকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক ত্রিবেণীর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। জয়ের হ্যাটট্রিক করলো ত্রিবেণী সংঘ। অপরদিকে পরাজয়ের হ্যাটট্রিক করলো বীরেন্দ্র ক্লাব। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত " হোটেল সোনারতরী " দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সোমবার ফ্লাডলাইটে অনুষ্ঠিত ম্যাচে খেতাবের অন্যতম দাবীদার তথা শক্তিশালী ত্রিবেনী সংঘ ২-০ গোলে পরাজিত করে বীরেন্দ্র ক্লাবকে। শক্তির বিচারে সমরজিত দেববর্মার দল ত্রিবেণী সংঘ অনেকটাই এগিয়ে থেকে মাঠে নেমেছিল। বল দখলের লড়াইয়ে ছিল বিপক্ষ থেকে এগিয়ে। শুরু থেকেই ত্রিবেণী সংঘের ফুটবলারদের ক্রমাগত আক্রমণে নাজেহাল হয়ে পড়ে বীরেন্দ্র ক্লাবের রক্ষণভাগের ফুটবলাররা। যার সুবাদে ১৪ মিনিটেই গোল পেয়ে যায় ত্রিবেণী সংঘ। ম্যানেজার তন্ময় ধরের তুরুপের তাস রাজীব সাধন জমাতিয়া দুরন্ত গোল করে এগিয়ে দেন দলকে। গোল পেতে ই আক্রমণের গতি আরও কয়েকগুণ বারিয়ে দেন ত্রিবেণী সংঘের ফুটবলাররা। কিন্তু প্রথমার্ধে আর ব্যবধান বাড়াতে পারেনি। ম্যাচের ৬৩ মিনিটে রিচার্ড ভানলাল হুমা গোল করে ত্রিবেণী সংঘের জয় নিশ্চিত করে দেন। রেফারি পল্লব চক্রবর্তী দুদলের চারজন ফুটবলারকে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন। এদিকে পরপর তিন ম্যাচে জয়লাভ করে ত্রিবেণী সংঘ এখন এককভাবে শীর্ষে রয়েছে। অপরদিকে বীরেন্দ্র পরপর তিন ম্যাচে পরাজিত হয়ে রয়েছে শেষের স্থানে।

রোহিতের শতরানেও শেষরক্ষা হল না এক দিনের সিরিজেও হার ভারতের

অবশেষে ব্যাট হাতেই সব জল্পনার জবাব দিলেন রোহিত। লর্ডসে দুরন্ত শতরান করে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি মোটেই ফুরিয়ে যাননি। যদিও তাতে কোনও লাভ হল না। রোহিত শতরান, শুভমন গিল, বিরাট কোহলির অর্ধশতরানের পরেও হারল ভারত। ইংল্যান্ড প্রথমে ব্যাট করে তুলেছিল ৩৮৭/৩। জবাবে ভারত থেমে গেল ৩৬০/৭ রানে। হার ২৭ রানে।

কী অসাধারণ খেলেছেন রোহিত। প্রথমে ব্যাট করে ইংরেজরা রানের পাহাড় তোলার পরেই তিনি ঘাবড়ে যাননি। পাল্টা ইংরেজ বোলারদের চাপে ফেলার চেষ্টা করেছেন। মাঠের চার দিকে শট মেরেছেন। জফ্রা আর্চার, গাস অ্যাটকিনসন, জশ টং, স্যাম কারেন কেউ রোহিতের প্রহার থেকে রেহাই পাননি। ১১০ বলে ১৩৮ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। ১৭টি চার এবং পাঁচটি ছয় রয়েছে তাঁর ইনিংসে। যত ক্ষণ তিনি ক্রিজে ছিলেন, তত ক্ষণ ভারতের জয়ের আশাও বেঁচে ছিল।

রোহিত যোগ্য সহযোগী পেয়েছিলেন শুভমনের মধ্যে। দু'জনে মিলে শুরুটাই এমন করেন যে চাপে পড়ে যায় ইংল্যান্ড। লর্ডসের পিচ ব্যাটারদের প্রভূত সাহায্য করেছে। সেটা ইংরেজ ব্যাটারেরাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তার পুরো ফায়দা ওঠান ভারতের দুই ওপেনার। প্রথম উইকেটেই উঠে যায় ২৪৭ রান।

শুভমন ফেরার পরেও ভারত চাপে পড়েনি। কারণ রোহিতের সঙ্গে যোগ দেন বিরাট কোহলি। এ দিন দুই ক্রিকেটার একটি নজিরও গড়েছেন। সব ফরম্যাট মিলিয়ে একসঙ্গে ৪০০টি ম্যাচ খেললেন তারা। প্রথম ভারতীয় জুটি হিসাবে এই নজির গড়লেন। ভারতীয়দের মধ্যে আগেই তাঁরা সকলের উপরে চলে গিয়েছিলেন। ভেঙে দিয়েছিলেন সচিন তেন্ডুলকর এবং রাহুল দ্রাবিড়ের ৩৯১ ম্যাচের নজির। শ্রীলঙ্কার মাহেলা জয়বর্ধনে এবং কুমার সঙ্গকারা রয়েছেন সকলের উপরে (৫৫০)।

কোহলি এবং রোহিতের জুটি উঠে যায় ১১৩ রান। এক দিনের ক্রিকেটে ৩৩তম শতরান করেন রোহিত। তিনি ফেরার পর যত ক্ষণ কোহলি ক্রিজে ছিলেন, ভারতের সম্ভাবনা ছিল। চারটি চার এবং তিনটি ছয়ের সাহায্যে ৬০ বলে ৭৩ করে কোহলি আউট হতেই ভারতের জয়ের সম্ভাবনা কমতে শুরু করে। পরের দিকে যে ব্যাটারেরা এসেছিলেন, কেউই দাঁড়াতে পারেননি। ঈশান কিশন (১৪), শ্রেয়স আয়ারেরা (০) ব্যর্থ।

ইংল্যান্ডকে বড় স্কোরে পৌঁছে দেন ওপেনার বেন ডাকেট। তিনি ১৪১ রান করেন।

আগের দু'টি ম্যাচে পাওয়ার প্লে-তে ইংল্যান্ড যথাক্রম ৫১/০ এবং ৫১/২ তুলেছিল। প্রথম বল থেকে ইংল্যান্ডের বাঁ হাতি ওপেনারদের সমস্যায় ফেলেছিলেন বুমরাহ। ডাকেটকে অফ স্টাম্পের বাইরে ক্রমাগত বল করে গিয়েছেন। বুমরাহ না থাকায় এ দিন সেই কাজ কেউ করতে পারেননি। অর্শদীপ সিংহ, গুরনুর ব্রারেরা এতটাই খারাপ বল করেছেন যে ডাকেট হাত খুলে খেলার সুযোগ পেয়ে গিয়েছেন। তাঁর ১৪১ রানের ইনিংসে রয়েছে ১৮টি চার এবং একটি ছয়।একই রকম ভাল খেলেছেন আর এক ওপেনার জেকব বেথেলও। তিনি ১১টি চার এবং দু'টি ছয়ের সাহায্যে ৯৩ বলে ৯১ রান করেছেন। ওপেনিং জুটিতেই উঠে যায় ১৯২ রান। তবে ইংল্যান্ড যে বড় রানে পৌঁছেছে তার নেপথ্যে জো রুট এবং জস বাটলার। ৯টি চারের সাহায্যে ৪৮ বলে ৭৪ রান করেন রুট। চারটি চার এবং তিনটি ছয়ের সাহায্যে ১৩ বলে ৪১ করেন বাটলার।

রাজ্য পুলিশ প্রধানের প্রয়াণে শোক লীগের ম্যাচ স্থগিত ও পুনর্নির্ধারণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। ত্রিপুরা পুলিশের মাননীয় মহানির্দেশক (ডিজিপি) প্রয়াত শ্রী অনুরাগ (আইপিএস)-এর আকস্মিক প্রয়াণে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে ক্রীড়ামহলেও। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও শোক জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন (টিএফএ)-এর লীগ কমিটি সোনারতরী বি-ডিভিশন ফুটবল লীগের নির্ধারিত সূচিতে সাময়িক পরিবর্তন এনেছে। এই মর্মে টিএফএ-র পক্ষ থেকে এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে ম্যাচের নতুন তারিখ ও সময় ঘোষণা করা হয়েছে।ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের লীগ কমিটির সেক্রেটারি তপন সাহা সাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২১ জুলাই ২০২৬ (মঙ্গলবার) আয়োজিত হতে যাওয়া সরোজ সংঘ বনাম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল-এর মধ্যকার ম্যাচটি স্থগিত করা হয়েছে। পুনর্নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২২ জুলাই (বুধবার) বিকেল ৩:৩০ মিনিটে আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকল ক্লাব, খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও ফুটবলপ্রেমী দর্শকদের নতুন সময়সূচি অনুযায়ী মাঠে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

জাতীয় অনূর্ধ ১৭ ফুটবল রাজ্য দল গঠনের শিবির

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা।ছত্রিশগড় ও ঝাড়খণ্ডে এবছর অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় জুনিয়র অনূর্ধ ১৭ বালকদের ফুটবল টুর্নামেন্ট। জাতীয়স্তরের এই প্রতিযোগিতায় এবারও অংশ নেবে ত্রিপুরা।তাই টুর্নামেন্টে ভালো ফলাফল করার প্রত্যাশাকে সামনে রেখেত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে শক্তিশালী দল গঠনের লক্ষ্যে শুরু হলো দল গঠন শিবির। আগরতলা উমাকান্ত মাঠে শনিবার থেকে শুরু হওয়া রাজ্য দল গঠনের শিবিরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় দেড় শতাধিক ফুটবলার অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী ফুটবলারদের থেকে প্রাথমিক পর্বে বাছাই করে প্রায় ৩০ জন ফুটবলারকে বাছাই করা হবে। যাদের নিয়ে পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ শিবির। চূড়ান্ত পর্বের শিবিরে অংশগ্রহণকারী ফুটবলারদের থেকে গঠন করা হবে কুড়িজনের রাজ্য দল।যারা আগামী দিন জাতীয় জুনিয়র অনূর্ধ ১৭ বালক বিভাগের ফুটবল প্রতিযোগিতায় রাজ্যের হয়ে লড়াইয়ের ময়দানে নামবে। তবে প্রথম পর্বে আয়োজিত শিবির দুদিন চলে রবিবারে শেষ হয়েছে। শিবির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের টেকনিক্যাল কো অর্ডিনেটর ডি কে প্রধান।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

অসমে ভয়াবহ বন্যা, রেল পরিষেবা বিপর্যস্ত

জম্মু-কাশ্মির ও নাগাল্যান্ডে মৃত দেবে ৩০

গুয়াহাটি/ নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (আইএএনএস): অসমে ক্রমেই অবনতি হচ্ছে বন্যা পরিস্থিতি। পূর্ব অসমের একাধিক জেলা জলমগ্ন হয়ে পড়ায় উদ্ধার ও ত্রাণকাজে রাজ্য প্রশাসনকে সহায়তা করতে ভারতীয় সেনাবাহিনী সোমবার 'অপারেশন জল রাহাত' শুরু করেছে। একই সঙ্গে ডিখৌ নদীর জল রেললাইন ডুবিয়ে দেওয়ায় আপার অসমের গুরুত্বপূর্ণ রেলপথে ট্রেন চলাচলও ব্যাহত হয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত চরাইদেও, শিবসাগর ও জোরহাট জেলায় সেনাবাহিনী এবং অসম রাইফেলসের একাধিক দল মোতায়েন করা হয়েছে। জলবন্দি এলাকা থেকে বহু মানুষকে ইতিমধ্যেই উদ্ধার করা হয়েছে এবং স্থানীয় প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে ত্রাণ ও সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে। পরিস্থিতির আরও অবনতি হলে আকাশপথে সহায়তার জন্য ভারতীয় বায়ুসেনাকেও প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

এদিকে, টানা বৃষ্টিতে ডিখৌ নদীর জল বেড়ে শিবসাগর জেলার সিমলুগুড়ি এলাকায় রেললাইন, স্টেশন চত্বর ও রেল কলোনি প্লাবিত হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে সিমলুগুড়ি---নামতিয়ালি এবং সিমলুগুড়ি—সেলেংহাট রুটে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) জানিয়েছে, ডিব্রুগড় ও তিনসুকিয়া থেকে ছেড়ে আসা দূরপাল্লার ট্রেনগুলিকে রাঙ্গীয়া—রাঙ্গাপাড়া রুট দিয়ে ঘুরিয়ে চালানো হচ্ছে। ফলে একাধিক ট্রেন বিলম্বিত হচ্ছে। এছাড়া কয়েকটি লোকাল ও যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল বা সংক্ষিপ্ত রুটে চালানো হয়েছে।

রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জরুরি মেরামতির জন্য দল ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। তবে জল না নামা পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয় এবং তার আগে মেরামতির কাজও শুরু করা যাবে না। অসম রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের (এএসডিএমএ) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে পাঁচে পৌঁছেছে। শিবসাগর জেলায় একজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। বর্তমানে চরাইদেও, ধেমাজি, ডিব্রুগড়, জোরহাট, শিবসাগর, তিনসুকিয়া ও উদালগুড়িএই সাত জেলায় ৫৭,১০০-এরও বেশি মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত চরাইদেও জেলায় প্রায় ২৪ হাজার মানুষ বন্যার কবলে পড়েছেন। ধেমাজিতে ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা ২২ হাজারেরও বেশি। ডিব্রুগড়ে চার হাজারের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এছাড়া জোরহাট, শিবসাগর, তিনসুকিয়া ও উদালগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকাও প্লাবিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উদ্ধার ও ত্রাণকাজ তদারকির জন্য মন্ত্রী বিমল বরা এবং সুশান্ত বরগোহাঁইকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পাঠিয়েছেন। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে দ্রুত ত্রাণ ও পুনর্বাসনের নির্দেশও দিয়েছে রাজ্য সরকার।

আবহাওয়া দফতরের আরও বৃষ্টির পূর্বাভাসের মধ্যে প্রশাসন পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে এবং উদ্ধার ও ত্রাণ অভিযান জোরদার করা হয়েছে।

এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ ও রাজৌরি জেলায় একাধিক মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে সৃষ্ট ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় মৃতের সংখ্যা ২০ ছাড়িয়েছে। এখনও বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। সেনা, এসডিআরএফ, এনডিআরএফ, পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসনের যৌথ তৎপরতায় উদ্ধারকাজ জোরকদমে চলছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও দেহ আটকে থাকার আশঙ্কা থাকায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজ্যপাল মনোজ সিনহা রবিবার পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা জম্মুতে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সর্বাত্মক সহায়তার নির্দেশ দেন। জানা গিয়েছে, তিনি রবিবার থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত নিয়মিত পরিস্থিতির খোঁজ নেন এবং আধিকারিকদের সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগ রাখেন।

পুঞ্চের সুরানকোট এলাকায় একাধিক মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় বহু বাড়ি ভেসে যায়। একটি পরিবারের আট সদস্য নিখোঁজ হন। পরে তিনটি দেহ উদ্ধার হলেও বাকি পাঁচজনের খোঁজ এখনও মেলেনি। অন্য একটি পরিবার থেকেও একজনের দেহ উদ্ধার হয়েছে, আরও তিনজন নিখোঁজ রয়েছেন। এছাড়া হাভেলি এলাকায় কাঁচা বাড়ি ধসে নাজিয়া কৌসর নামে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে এবং তাঁর স্বামী মহম্মদ হাফিজ গুরুতর আহত হন।

সরকারি সূত্রের দাবি, পুঞ্চের সুরানকোট এলাকায় অন্তত ১৫ জন বন্যার জলে ভেসে যান বা ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েন। সেনা, পুলিশ, এসডিআরএফ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় বেশ কয়েকটি দেহ উদ্ধার করা হলেও এখনও অনেকে নিখোঁজ। বন্যায় অন্তত ৪৭টি বাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহু গবাদি পশুও মারা গেছে।

অন্যদিকে, রাজৌরিতে থল্লামান্ডি নদীর জল বিপদসীমার অনেক উপরে উঠে যাওয়ায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি হয়। বেলা কলোনি ও নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় নদীর প্রতিরক্ষা প্রাচীর ভেঙে জল ঢুকে পড়ে। প্রায় ২০টি গাড়ি ভেসে যায় এবং আরও প্রায় ৪০টি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহু বাড়ি, দোকান, কর্মশালা, সরকারি পরিকাঠামো ও কৃষিজমির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পিঙ্কি দেবী নামে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে এবং জলশক্তি দফতরের এক দৈনিক মজুর কর্মী এখনও নিখোঁজ।

বন্যায় আবদুল্লাহ ব্রিজ ও তারিক ব্রিজ সংলগ্ন বস্তি এলাকাও বিধ্বস্ত হয়েছে। ৫০টিরও বেশি পরিবার তাদের বাড়িঘর হারিয়েছে। বহু মানুষ তাদের গবাদি পশু, সঞ্চয় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী হারিয়ে কার্যত নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন।

রবিবার জম্মু, রাজৌরি ও পুঞ্চ মিলিয়ে অন্তত ৪৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। বিদ্যুতের খুঁটি ও একাধিক ট্রান্সফরমার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন রয়েছে। আবহাওয়া দফতর আগামী কয়েক দিন ভারী বৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যার সতর্কতা জারি করায় নদী ও নালার ধারের বাসিন্দাদের বিশেষ সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব প্রস্তুতের কাজ চলছে। সেনা, পুলিশ, এসডিআরএফ, এনডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরা উদ্ধার ও ত্রাণকাজ অব্যাহত রেখেছেন।

ওডেসা বন্দরের কাছে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা নিহত ৪ ভারতীয়

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (আইএএনএস) : ইউক্রেনের ওডেসা বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়ার সময় একটি বাণিজ্যিক মালবাহী জাহাজে হামলায় চার ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় আরও এক ভারতীয়কে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার এক বিবৃতিতে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক (এমইএ)।

বিদেশ মন্ত্রকের জানানো তথ্য অনুযায়ী, ১৯ জুলাই সন্ধ্যায় ওডেসা বন্দর ত্যাগের সময় এমভি গোল্ডেন লিও-এর উপর হামলা হয়। ওই জাহাজে মোট ১৭ জন নাবিক ছিলেন, যার মধ্যে পাঁচজন ছিলেন ভারতীয়। মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী, চার ভারতীয় নাগরিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এবং একজন ভারতীয় গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ইউক্রেনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজর রাখছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদানের চেষ্টা করছে। নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হচ্ছে এবং আহত ভারতীয় নাগরিকের দ্রুত ও সম্পূর্ণ সুস্থতা কামনা করা হচ্ছে।

ভারত সরকার এই হামলার কড়া নিন্দা জানিয়ে বলেছে, বাণিজ্যিক জাহাজকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো, নিরীহ নাবিকদের জীবন বিপন্ন করা এবং সমুদ্রপথে অবাধ নৌ-চলাচল ও বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টি করা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং এ ধরনের ঘটনা এড়ানো উচিত।

ইউক্রেনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম কিয়েভ পোস্ট-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তুরস্কের মালিকানাধীন মালবাহী জাহাজ গোল্ডেন লিও-তে রাশিয়ার একটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে। এই ঘটনায় মোট ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ইউক্রেনের বিমানবাহিনীর দাবি, রুশ বাহিনী তিনটি কেএইচ-৫৯/কেএইচ-৬৯ ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। এর মধ্যে একটি ক্ষেপণাস্ত্র গিনি-বিসাউয়ের পতাকাবাহী গোল্ডেন লিও জাহাজের ডান দিকে আঘাত হানে, যার ফলে জাহাজে আগুন লেগে যায়।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, আটজন নাবিককে উদ্ধার করে ওডেসার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক রবিবার জানিয়েছে, ইউক্রেনের বন্দর এবং ইউক্রেনীয় সশস্ত্র বাহিনীর স্বার্থে ব্যবহৃত জাহাজগুলির বিরুদ্ধে হামলা অব্যাহত রয়েছে। মন্ত্রকের সরকারি টেলিগ্রাম চ্যানেলে দাবি করা হয়েছে, অ্যান্টি-শিপ ওনিক্স ক্ষেপণাস্ত্র, আকাশ থেকে নিক্ষেপযোগ্য ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহার করে বন্দর অবকাঠামোতে হামলা চালানো হয়েছে।

রাশিয়ার দাবি অনুযায়ী, হামলার লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে ওডেসা বন্দরের অদূরে নোঙর করা সামরিক সরঞ্জাম বহনকারী দুটি বাল্ক কার্গো জাহাজও ছিল।

ডিজিপি অনুরাগ ধনকরের মৃত্যুর ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি, সরব আমরা বাঙালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই: রাজ্য পুলিশের মহাপরিদর্শক (ডিজিপি) অনুরাগ ধ্যানকরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে এবার বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি তুলল "আমরা বাঙালী"। দলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই ঘটনাকে সাধারণ মৃত্যু হিসেবে দেখার সুযোগ নেই এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত।

বিবৃতিতে "আমরা বাঙালী"র পক্ষ থেকে বলা হয়, অনুরাগ ধ্যানকর দীর্ঘ কর্মজীবনে এসডিপিও থেকে শুরু করে রাজ্যের সর্বোচ্চ পুলিশ পদে উন্নীত হন। বাম আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন এবং রাজ্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত ঘটনার সাক্ষী ও তদন্তের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নানা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়েরও তিনি প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন বলে দাবি সংগঠনের।

সংগঠনের মতে, এমন একজন অভিজ্ঞ ও উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকের রহস্যজনক মৃত্যু একাধিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। তাই ঘটনার প্রকৃত সত্য সামনে আনতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত অপরিহার্য।

"আমরা বাঙালী"র দাবি, এই ঘটনায় একজন অবসরপ্রাপ্ত বা কর্মরত উচ্চ আদালতের বিচারপতির নেতৃত্বে বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে ঘটনার সবদিক খতিয়ে দেখা হোক। তাদের বক্তব্য, স্বচ্ছ তদন্তের মাধ্যমেই জনমনে তৈরি হওয়া বিভিন্ন প্রশ্ন ও সংশয়ের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, রাজ্যের ডিজিপি অনুরাগ ধ্যানকরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে "আমরা বাঙালী"র বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি রাজনৈতিক মহলেও নতুন করে তাৎপর্য তৈরি করেছে।

নারীদের ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ অবিলম্বে কার্যকরের দাবিতে আগরতলায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই: সংসদ ও বিধানসভায় নারীদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ শর্তহীনভাবে অবিলম্বে কার্যকর করার দাবিতে সোমবার রাজধানী আগরতলার বটতলা এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করে বামপন্থী ছয়টি নারী সংগঠন। বর্ষাকালীন অধিবেশন চলাকালীন এই দাবিকে সামনে রেখেই সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়।

বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে দীর্ঘদিন ধরেই ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের দাবি জানানো হচ্ছে। তাঁদের অভিযোগ, ২০১০ সালে নারী সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিল পাস হলেও বিভিন্ন অজুহাতে দীর্ঘদিন তা কার্যকর করা হয়নি। এর ফলে দেশের অসংখ্য নারী তাঁদের ন্যায্য রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে দাবি করেন তাঁরা।

বক্তারা আরও বলেন, গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে অবিলম্বে কোনও শর্ত ছাড়াই ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ কার্যকর করা প্রয়োজন। এ দাবিতে দেশজুড়ে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলারও আহ্বান জানান তাঁরা।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বিভিন্ন নারী সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত থেকে স্লোগান ও প্রতিবাদের মাধ্যমে তাঁদের দাবি সরকারের কাছে তুলে ধরেন। সংগঠনগুলির বক্তব্য, নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত না হলে প্রকৃত অর্থে সমতাভিত্তিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে উপস্থিত রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, গণতন্ত্রের স্বার্থে গঠনমূলক আলোচনার প্রত্যাশা

আগরতলা, ২০ জুলাই: সংসদের ২০২৬ সালের বর্ষাকালীন অধিবেশন সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। অধিবেশনের প্রথম দিনেই রাজ্যসভার কার্যক্রমে অংশ নেন ত্রিপুরার রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। তাঁর উপস্থিতির মধ্য দিয়ে জাতীয় সংসদে ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব আরও একবার স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

অধিবেশন শুরু হওয়ার পর সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য সামাজিক মাধ্যমে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। তিনি সংসদকে 'গণতন্ত্রের পবিত্র মন্দির' বলে উল্লেখ করে দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষায় নিজের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

সামাজিক মাধ্যমের বার্তায় তিনি লেখেন, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সংসদে নিজের দায়িত্ব পালন করবেন। পাশাপাশি তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এবারের বর্ষাকালীন অধিবেশন ফলপ্রসূ ও তাৎপর্যপূর্ণ হবে এবং দেশের উন্নয়ন ও সুশাসনের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পথ প্রশস্ত করবে।

প্রসঙ্গত, সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন সাধারণত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিল, নীতি নির্ধারণ, উন্নয়নমূলক কর্মসূচি এবং জাতীয় ইস্যু নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা ও বিতর্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে বিবেচিত হয়। সেই প্রেক্ষাপটে রাজীব ভট্টাচার্যও সংসদীয় কার্যক্রমকে জনগণের প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালনার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

তিনি আরও বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে সংসদে গঠনমূলক আলোচনা, ইতিবাচক মতবিনিময় এবং জনস্বার্থে কার্যকর নীতি প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরি। দেশের অগ্রগতি এবং মানুষের কল্যাণে এই অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বিলোনিয়ায় সিপিআই(এম)-এর প্রতিবাদ মিছিল ও সভা, শিক্ষা ও শ্রমজীবী মানুষের বিভিন্ন ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব বাম নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২০ জুলাই: বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার বিলোনিয়ায় মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে সিপিআই(এম) বিলোনিয়া মহকুমা কমিটি। সারা রাজ্যে পালিত কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এদিনের এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ সিপিআই(এম)-এর বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে পতাকা, পোস্টার, ব্যানার এবং বিভিন্ন দাবিসংবলিত স্লোগানে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। শহরের বিভিন্ন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করে মানহানির অভিযোগ, প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন যুবক

আগরতলা, ২০ জুলাই: সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যক্তিগত ছবি ব্যবহার করে মানহানি ও অপপ্রচারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে শান্তিবাজারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অভিযোগের জেরে অভিযুক্ত যুবক চন্দন দেবনাথ শেষ পর্যন্ত শান্তিরবাজার থানায় পুলিশের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এরপরই বিষয়টির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সূত্রপাত ২০২৩ সালে। সিপাহীজলা জেলার নিদয়া এলাকার বাসিন্দা চন্দন দেবনাথ বি.এড কোর্সে ভর্তির জন্য অনুকূল দত্ত নামে এক ব্যক্তির কাছে ৩০ হাজার ৮০০ টাকা প্রদান করেন। অভিযোগ, পরবর্তীতে তাঁর রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন না হওয়ায় ২০ হাজার টাকা ফেরত পেলেও বাকি ১০ হাজার ৮০০ টাকা নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। চন্দনের দাবি ছিল, ওই টাকা ফেরত পাওয়ার কথা থাকলেও অনুকূল দত্ত জানান, অর্থটি কলেজে জমা হয়ে গেছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চন্দন দেবনাথ নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে অনুকূল দত্ত ও তাঁর স্ত্রীর ছবি ব্যবহার করে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলে একাধিক পোস্ট করেন বলে অভিযোগ। এর জেরে অনুকূল দত্ত দাবি করেন, তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং তাঁদের ব্যক্তিগত ও দাম্পত্য জীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার শান্তিবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অনুকূল দত্ত। একইসঙ্গে বিষয়টি নিয়ে সরব হন তাঁর স্ত্রী দেবশ্রীতা নন্দীও। তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর অনুমতি ছাড়াই ব্যক্তিগত ছবি ব্যবহার করে সামাজিক মাধ্যমে অপপ্রচার চালানো হয়েছে, যা অত্যন্ত অমানবিক এবং মানহানিকর।

অভিযোগ পাওয়ার পর শান্তিবাজার থানার পুলিশ উভয় পক্ষকে থানায় ডেকে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়। পুলিশের মধ্যস্থতায় চন্দন দেবনাথ নিজের ভুল স্বীকার করেন এবং অনুকূল দত্ত ও তাঁর স্ত্রীর কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পাশাপাশি অনিচ্ছাকৃতভাবে দেবশ্রীতা নন্দীর ছবি সামাজিক মাধ্যমে ব্যবহার করার জন্যও দুঃখপ্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ আর করবেন না বলেও তিনি আশ্বাস দেন। পুলিশের তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির অবসান ঘটে এবং উভয় পক্ষের সম্মতিতে বিষয়টির শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়।

সিকিমে নির্মীয়মান সুরঙ্গে ভূমিধসে আটক ১২ শ্রমিক

গ্যাংটক, ২০ জুলাই: সিকিমের নামচি জেলায় একটি নির্মীয়মাণ সড়ক সুড়ঙ্গের প্রবেশপথে ভূমিধসের জেরে অন্তত ১২ জন শ্রমিক সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে পড়েছেন। সোমবার দুপুরে এই ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ভূমিধসের পর সামারদুং সুড়ঙ্গের ভিতরে গ্যাস লিকের আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ভূমিধসের কারণে ভূগর্ভস্থ শিলাস্তর বা ভূস্তরে থাকা প্রাকৃতিক গ্যাস নির্গত হচ্ছে।

ঘটনার পর জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ), পুলিশ এবং দমকল ও জরুরি পরিষেবার কর্মীরা যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান শুরু করেছেন।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, সুড়ঙ্গের ভিতরে গ্যাসের উপস্থিতির কারণে উদ্ধারকাজ অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে। আটকে পড়া শ্রমিকদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে গিয়ে কয়েকজন উদ্ধারকারী কর্মী মাথা ঘোরা অনুভব করেন এবং কেউ কেউ অচেতনও হয়ে পড়েন।

তিনি আরও জানান, ঘটনাস্থলে অ্যাম্বুল্যান্স প্রস্তুত রাখা হয়েছে। গ্যাস মাস্ক পরে উদ্ধারকারী দল সুড়ঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করে আটকে পড়া শ্রমিকদের নিরাপদে বের করে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রশাসন জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট সুড়ঙ্গটি একটি জাতীয় সড়ক প্রকল্পের অংশ হিসেবে নির্মাণাধীন ছিল। উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং শ্রমিকদের নিরাপদে উদ্ধারের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় সড়ক সংস্কারের দাবিতে নবীনছড়ায় অবরোধ

২-৩ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধের পর প্রশাসনের আশ্বাসে প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পেঁচারথল, ২০ জুলাই: জাতীয় সড়কের বেহাল দশার প্রতিবাদে উত্তর ত্রিপুরা জেলার পেঁচারথল থানাধীন নবীনছড়া এলাকায় সোমবার আসাম-আগরতলা ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার সংস্কার না হওয়ায় ক্ষুব্ধ জনতা এই কর্মসূচিতে সামিল হন। অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কের উভয় প্রান্তে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং কয়েক ঘণ্টা যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নবীনছড়া সংলগ্ন জাতীয় সড়কের একটি বড় অংশ দীর্ঘদিন ধরেই খানাখন্দ ও কাদায় ভরে রয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তা কার্যত চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। প্রতিদিন ছোট-বড় যানবাহন কাদায় আটকে যাচ্ছে, ঘটছে দুর্ঘটনাও। স্থানীয়দের অভিযোগ, একাধিকবার প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হলেও কোনও স্থায়ী উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সেই ক্ষোভ থেকেই এদিন তারা জাতীয় সড়ক অবরোধে সামিল হন।

অবরোধের ফলে রাস্তার দু"পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে যাত্রীবাহী বাস, অটো-রিকশা, ব্যক্তিগত গাড়ি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যবাহী ট্রাক। মাঝরাস্তায় আটকে পড়ে চরম দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ যাত্রী ও নিত্যযাত্রীরা। বহু মানুষকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়।

আন্দোলনরত বাসিন্দাদের দাবি, অবিলম্বে নবীনছড়া এলাকার বেহাল জাতীয় সড়ক সংস্কার করে নিরাপদ ও চলাচলযোগ্য করতে হবে। প্রশাসনের ঊর্ধতন কর্তারা ঘটনাস্থলে এসে সুনির্দিষ্ট আশ্বাস না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তারা।

পরিস্থিতির খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। রাস্তা দ্রুত সংস্কারের আশ্বাস দেওয়ার পর প্রায় দুই থেকে তিন ঘণ্টা ধরে চলা অবরোধ প্রত্যাহার করেন বিক্ষোভকারীরা। এরপর ধীরে ধীরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে খোয়াইয়ে মিছিল-সভা, পার্লামেন্ট অভিযানের প্রতি সংহতি বামপন্থী সংগঠনগুলির

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২০ জুলাই: কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে এবং দিল্লিতে চলমান আন্দোলন, অনশন কর্মসূচি ও পার্লামেন্ট অভিযানের প্রতি সংহতি জানিয়ে সোমবার খোয়াইয়ে মিছিল ও সভার আয়োজন করে বামপন্থী গণসংগঠনগুলি। কর্মসূচিতে বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন।

সোমবার বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ সিপিআই(এম)-এর খোয়াই জেলা কার্যালয় থেকে পতাকা, ব্যানার ও স্লোগানে মুখরিত একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে মিছিলটি পুরোনো টাউন হলের সামনে দিয়ে অরবিন্দ পার্ক অতিক্রম করে খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের সামনে পৌঁছালে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে।

পরে সেখান থেকে মিছিলটি ফিরে এসে কবিগুরু পার্কে সমাবেশে মিলিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ বাম নেতা সুখেন্দু বিকাশ দে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন খোয়াইয়ের বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস এবং প্রাক্তন বিধায়ক পদ্ম কুমার দেববর্মা।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করেন এবং দিল্লিতে আন্দোলনরত ছাত্র-যুব ও গণসংগঠনগুলির কর্মসূচির প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন। পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে আন্দোলন আরও জোরদার করার আহ্বান জানান।

শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি শেষ হলেও, পুলিশি বাধার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কর্মীদের মধ্যে কিছুটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তবে শেষ পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযানে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে সম্প্রতি বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযানের দ্বিতীয় পর্বের কর্মসূচি হিসেবে এক দিনের বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, উচ্চরক্তচাপ ইত্যাদি অসংক্রামক রোগের স্ক্রিনিং টেস্ট, গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চক্ষু ও দাঁতের স্ক্রিনিং করেন। এছাড়াও শিবিরে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মধ্যে আয়ুষ্মান ভারত হেলথ অ্যাকাউন্ট আই.ডি. বা স্বাস্থ্য পরিচয়পত্র প্রদান এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের নাম নথিভুক্ত করা হয়।

মহাশ্মশান ঘাটের বেহাল দশা নিয়ে চড়িলামে ক্ষোভ, সংস্কারের দাবিতে সরব এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,২০ জুলাই: চড়িলাম বাজার এলাকার উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন মহাশ্মশান ঘাটের বেহাল অবস্থা নিয়ে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ফের সামনে এল। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে শ্মশান ঘাটের সংস্কার ও আধুনিকীকরণের দাবি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

সম্প্রতি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও নাট্যকার রুপন আচার্যির শেষকৃত্যের সময় শ্মশান ঘাটের দুরবস্থা নিয়ে নতুন করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মৃতের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, পুরো শ্মশান চত্বর আগাছা ও ঝোপঝাড়ে ভরে রয়েছে। পাশাপাশি সাপের উপদ্রব থাকায় শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়। স্থানীয়দের দাবি, শেষকৃত্যের কাজ চলাকালীন প্রবল বৃষ্টিতে চিতার আগুনও প্রায় নিভে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থামলে পুনরায় শেষকৃত্যের কাজ শুরু করা সম্ভব হয় এবং শেষ পর্যন্ত মরদেহের সৎকার সম্পন্ন করা হয়।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, বহুবার জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কাছে মহাশ্মশান ঘাটের সংস্কার ও আধুনিকীকরণের আবেদন জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনও উন্নয়ন হয়নি। তাঁদের আরও দাবি, শ্মশান ঘাটের উন্নয়নের জন্য অতীতে অর্থ বরাদ্দের কথা শোনা গেলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। তবে এই আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

শেষকৃত্যের পর স্থানীয় বাসিন্দারা চড়িলাম আর.ডি. ব্লক কার্যালয়ে গিয়ে বিডিওর সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু বিডিও উপস্থিত না থাকায় তাঁরা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান খেলা ভৌমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মহাশ্মশান ঘাটের দ্রুত সংস্কার ও আধুনিকীকরণের দাবি জানান।

স্থানীয়দের বক্তব্য অনুযায়ী, চেয়ারম্যান খেলা ভৌমিক জানান যে, তিনিও একাধিকবার প্রশাসনের কাছে শ্মশান ঘাটের উন্নয়নের দাবি উত্থাপন করেছেন। তিনি এলাকাবাসীকে আশ্বস্ত করেন, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করা হবে।

এদিকে, এলাকাবাসীদের একাংশ জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংস্কারের কাজ শুরু না হলে তাঁরা বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে হাঁটার কথা বিবেচনা করবেন। এখন দেখার বিষয়, এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের এই দাবি পূরণে প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas